



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 345 Issue • 24 December, 2021, Friday • ৮ পৌষ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

পুর সংস্থার ১৫০ বছর কেউ টেরই পাচ্ছেন না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর। ১৫০ বছর আগরতলা পুর সংস্থার বয়স। সংস্থার ওয়েবসাইটের প্রথম পাতাতেই একদিকে সংস্থার গোড়াপত্তনের কথা, একদিকে মেয়র দীপক মজুমদার ও সদ্য কমিশনার পদে যোগ দেওয়া ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদবের ছবি। সেখানে লেখা আছে, মহারাজা চন্দ্র মাণিক্যের সময়ে ১৮৭১ সালে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৮৭৪ সালে আগরতলায় পুর প্রশাসন চালু হয়, হিল টিগ্রাহ'র প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট এ ডব্লু বি পাওয়ারকে সংস্থার চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সংস্থার গঠনের সময় ধরলে ১৫০ বছর হচ্ছে ২০২১ সালে, এই বছরের আর হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি। বছরের দিন ফুরিয়ে এসেছে, ফুরিয়ে আসছে

১৫০ বছর, কিন্তু 'সার্বশতবার্ষিকী' উদযাপনে এখন পর্যন্ত কোনও অনুষ্ঠান চোখে পড়ছে না, বরঞ্চ সংস্থার সদর দফতরের গায়ে এই

প্রশাসনের হাতে ছিল এই সংস্থার দায়িত্ব। কোভিডের কারণ দেখিয়ে প্রায় একবছর ভোট হয়নি আগরতলা মিউনিসিপ্যাল

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সম্মানীয় গ্রাহক ও প্লাস্টারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বৎসরের বহু প্রচলিত একমাত্র **Brand Ori-Plast** নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগ্রাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা **Ori-Plast** লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নাই।

Ori-Plast is Ori-Plast
We have no any 2nd BRAND

Tool free number 18001232123. www.oriplast.com

শহরে একটি বেসরকারি হাসপাতালের ১০ বছর পূর্তির বিশাল ব্যানার দাঁড়িয়ে আছে। এক বছর আগেই সংস্থার নির্বাচিত পরিষদ'র মেয়াদ শেষ হয়েছিল,

কর্পোরেশন'র। প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব থাকার সময়েই সংস্থার দেড়শ বছর পূর্ণ হয়েছে, তখনও এই বিশাল সময়কে উল্লেখ করে কোনও কিছু চোখে পড়ে নি। অন্তত

ওয়েবসাইটের ব্যানারেও তেমন কোনও কিছু নেই। রাজ্যের শাসক বিজেপি কর্পোরেশনের সব আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। এডিসি ভোটের সময় যে হিসাবে 'ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার' গড়ার আহ্বান করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তেমন কথা ধরলে, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি মিলিয়ে এখন 'ট্রিপল ইঞ্জিন'। মেয়র দীপক মজুমদার নতুন নান এই সংস্থায়, কর্পোরেশন হওয়ার আগে যখন এই সংস্থা কাউন্সিল ছিল, তখনও তিনি একবার চেয়ারম্যান ছিলেন। তার কাছে এই সংস্থা অপরিচিত নয়। বিরোধী শূন্য নিগমের মেয়রের চেয়ারে তিনি বসেছেন দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তার সংস্থার ১৫০ বছর বয়স তার নজর কাড়তে পারেনি। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন'র বয়সও আগরতলা পুর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিজ্ঞপনে মানুষ মারার হুমকি



বনমালীপুর এলাকায় এক বাড়ির দেওয়ালে নো পার্কিং বিজ্ঞপনে মানুষ খুনের হুমকি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের সরকারি যে আবাসন, তার থেকে কয়েক হাত দূরে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস। ৭৯টিলাসিত শ্যামলী বাজার অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের ঠিক পাশেই অবস্থিত ওই অফিসটি। সম্প্রতি 'ফ্রানিয়ান' নামের ওই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শহরের বিভিন্ন জায়গায় 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগিয়েছে। তাতে স্পষ্ট লেখা— নো পার্কিং'র নিয়ম যদি কেউ উলঙ্ঘন করে তাহলে তাকে গুলি করা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

গাড়ি দেওয়ালে, বিপন্ন মুখ্যমন্ত্রী



ছবিঃ নন্দু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী তখন রাস্তায় নৈশকালীন হাঁটা পথে, তখনই দড়াম করে রাস্তার পাশে দেওয়ালে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাড়ির কাছে একটি দেওয়ালে বেদম ধাক্কা মেরেছে একটি ছোট গাড়ি। তখন রাস্তায় হাঁটছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সৌভাগ্যবশত মুখ্যমন্ত্রীর শরীরে আঘাত লাগেনি। 'টিআই ০২১ টিআর ৭৪৯৫এ' নম্বরের গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ডঃ রাম টিচিং হসপিটাল'র অর্থোপেডিক্স বিভাগে কর্মরত গুজ্জিং ধর। পুলিশ তাকে



ধরে পশ্চিম আগরতলা থানায় নিয়ে গেছে। গভীর রাতে পশ্চিম থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে বলে দাবি পুলিশের। শুক্রবারে

আদালতে তাকে পেশ করা হবে। তার গাড়িতে এক ক্যান বিয়ার, এক বোতল অন্য মদ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, হাঁটা পথে বিরোধী দলনেতার সরকারি বাড়ির পাশ দিয়ে ফিরছেন, তখনই দড়াম করে এক দেওয়ালে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাড়ির থেকে সামান্য দূরেই। তখন রাত্রিকালীন হাঁটা প্রায় শেষ করে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। 'গাড়িটি প্রায় মুখ্যমন্ত্রীর

শরীরেই উঠে যাচ্ছিল। দেওয়ালে ধাক্কা মারায় তিনি প্রাণে বেঁচেছেন, বক্তব্য এক পুলিশ অফিসারের। তবে বিপ্লব ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্ত্রীকে হত্যা করে আত্মহাতী স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছৈলৈখা, ২৩ ডিসেম্বর।। মর্মান্বন এক ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো লংতরাইভালির ছৈলৈখা এলাকা। এখানকার এসসি কলোনিতে এক ব্যক্তি শাবল দিয়ে আঘাত করে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। ঠাকুরদাকে গুরুতরভাবে জখম করেছে। শেষে নিজে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনা জারজানি হতেই গোটা এলাকা যেন শোকে পাথর হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তার নাম



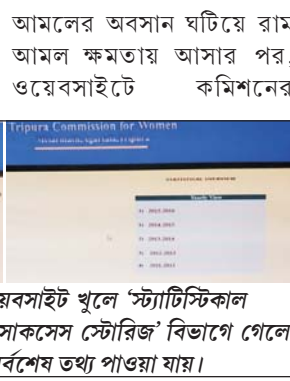
অমর সরকার। তার মূল বাড়ি মাছমারা এলাকাতো। স্ত্রীর সঙ্গে ছৈলৈখা'র এসসি কলোনিতে শ্বশুরবাড়ি তেই থাকতেন। অন্যান্যদিনের মতো এদিন সকালেও ঘুম থেকে উঠেই হইচই এবং ঝগড়া নাকি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন অমরবাবু। তার স্ত্রী অসহ্য হয়ে গিয়ে নাকি বলেছিলেন, এমনভাবে বাঁচার চেয়ে মরণও ভালো। স্বামীকে নাকি বলছিলেন ভালোভাবে যদি থাকতে না পারা তাহলে আমাকে মেরে ফেলো। আর এই কথা বলতে না বলতেই অমরবাবু দৌড়ে গিয়ে শাবল এনে একেবারে সোজাসুজি তার স্ত্রী পায়ের দাসের মাথায় আঘাত করে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় রক্তস্রাব হয়ে যায় তার। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে। খানিকটা দূরেই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

১৬' সালের পরে রাজ্য মহিলা কমিশনে সাফল্য কাহিনি এবং তথ্যের ভাণ্ডার শূন্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। কমিশনটি মৃতপ্রায়। এইটুকু বললে এতটাও অত্যুক্তি হবে না। এই কমিশনে বর্তমানে 'নামে' একজন চেয়ার পার্সন, একজন ভাইস চেয়ারপার্সন এবং চারজন সদস্য থাকলেও, এর কার্যকলাপ অজানা। রাজ্যজানি হতেই গোটা এলাকা যেন শোকে পাথর হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তার নাম

(পড়ুন কমিশনের সাফল্য) দেওয়া আছে। ২০১৬ সালের পর থেকে একটি সাফল্যও নেই কমিশনের

আমলের অবসান ঘটিয়ে রাম আমল ক্ষমতায় আসার পর, ওয়েবসাইটে কমিশনের



ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ওয়েবসাইট খুলে 'স্ট্যাটিস্টিকাল ওভারভিউ' এবং 'হাইলাইটস অব সাকসেস স্টোরিজ' বিভাগে গেলে ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায়।

ওয়েবসাইটে। শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়ে মহিলাদের নানা অভিযোগ এবং বিভিন্ন থানায় নথিভুক্ত হওয়া অভিযোগগুলো নিয়ে ওয়েবসাইটে নেই। হ্যাঁ তাই। মহিলা কমিশনের যে বিস্তারিত তথ্যাদি দেওয়া রয়েছে, সেটিও সর্বশেষ আপডেট হয়েছিল ২০১৬ সালে। বাম

মিথ্যে বলছে বিজেপি !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ক্ষমতায় এলে বছরে ৫০ হাজার সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা দেয়নি বিজেপি, তাদের নির্বাচনি ইজ্ঞেহার 'ভিশন ডকুমেন্ট ২০১৮'-এ এমন কিছু নেই, বিরোধী সিপিআই(এম) এসব মিথ্যা বলছে। বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র সূরত চক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে বসে বলেছেন বৃহস্পতিবারে। "বিরোধী যারা রয়েছে, বিশেষত বামপন্থীরা, উনারা বলেন, আমরা বলেছি বছরে ৫০ হাজার চাকরি আমরা দেব। দেখুন, ভিশন ডকুমেন্ট'র কোথাও ৫০ হাজার চাকরির কথা



নেই", বলেছেন সূরত। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয়বার তা নিশ্চিত করে বলেছেন, কর্মসংস্থান কথটি আছে। কর্মসংস্থান আর চাকরির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তারপর ড্রাগনফুট, 'জব সিকার থেকে জব

ক্রিয়েটর', ইত্যাদি গদর্ভা আলাপে চলে যান। ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগে 'ভিশন ডকুমেন্ট ২০১৮'র নথির পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায় সাত নম্বর পেয়েটে লেখা আছে, "There are about 50,000 vacancies in the state government. We will fill up all these vacancies within a year through a transparent process." আক্ষরিক অনুবাদে দাঁড়ালে, "রাজ্য সরকারে ৫০,০০০ মতো শূন্যপদ আছে। এক বছরের মধ্যে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আমরা এই সব শূন্যপদ পূরণ করব।" তাছাড়াও এখন আসামের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সমীকরণ বিভ্রাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। অ্যাডমিট কার্ডে রাশি রাশি ভুল, কিছু পড়ুয়াকে প্রথমে অ্যাডমিট কার্ড না দিয়ে পরীক্ষার আগের দিন অনুমতি দিয়ে পেরেশানি টেনে আনা, পরীক্ষায় প্রশ্নের প্যাকেটে অন্য ক্রাসের প্রশ্ন পাওয়া যাওয়া, এখন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম টার্মে রসায়নের একটি প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ তুলেছেন। ইভেন সেটের বিজ্ঞান প্রশ্নে খ-বিভাগের ১৭ নম্বর প্রশ্নটি সমীকরণ সমতা বিধান করতে বলে। যে সমীকরণ দেওয়া হয়েছে, সেটি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আগামী ভোটেই ঘুরে দাঁড়াবে সিপিএম

এলসি শেষ করে প্রত্যয়ী মেলারমাঠ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। সিপিএমের সংগঠন নাকি অনেকটাই ছোটোফের মতো, শেষ হয়েও হইল না শেষ। অনেকেই বলেন, কমিউনিস্টরা আসলে রক্তবীজের বংশধর। এদের হারানো যায়, দমে রাখা যায় কিন্তু উপড়ে ফেলা যায় না। যার প্রমাণ মিলেছে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পুরভোটের ফলে। বিগত বিধানসভা ভোটের ফলেও সিপিএম যেখানে প্রায় অনুপস্থিত, প্রায় আনুর্বিক্ষণিক শক্তি, সেখানে নির্বাচনে প্রহসনের তত্ত্ব মনে

নিয়েও সিপিএম উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। কলকাতার ভোটের ফল প্রকাশের পর এ রাজ্যের

সিপিএম নেতারাও আশাবাদী হতে শুরু করেছেন আগামী ২০২৩'র বিধানসভা ভোট নিয়ে।

সাংগঠনিকভাবে ইতিমধ্যেই তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন, বিজেপির রাজ্যশাসন আর প্রতিশ্রুতি খেলাপের যে প্রতিযোগিতা চলছে এতে করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সিপিএম ছাড়া ভরসা আর বিকল্পের কোনও সুযোগ নেই এই মুহূর্তে। তৃণমূলের ক্ষমতা দখল এ রাজ্যে এখনও দিব্যস্বপ্নের মতোই। যাদের বৃথ কমিটি পর্যন্ত নেই। নির্বাচনের দূরভাব আর এক বছর হলেও দল আরও আশাবাদী এই কারণে যে, বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকা ব্রাঞ্চ সম্মেলন এবং লোকাল

সম্মেলনগুলোতে কর্মরতদের উপরে পড়া ভিড়। প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকেই সজ্জন মানুষেরা ফের লাল পতাকার নিচে শামিল হতে শুরু করেছেন এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে যেভাবে ধান্দবাজেরা সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন তারা এখন জামা পাল্টে বিজেপিতে মিশে গিয়েছেন। ফলে আবর্জানামুক্ত সিপিএম এখন সাধারণ মানুষের আস্থা এইসব নেতৃত্বের প্রতি রয়েছে বলেও তারা মনে করেন। তবে ক্ষমতাচ্যুতির পরেও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

9774414298

53 Shishu Uddyan Bijnani Bitan A. K. Road Agartala 799001

মতর্জহাতি 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

গুণমানই প্রকৃত পুরস্কার

সিষ্টার

এখন মিক্সড মশলা

নিশ্চিতের প্রতীক

সিষ্টার

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

সোজা স্পোর্টস অপরোধের পারদ

যখনই যে দলের সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকে তখনই ওই দল বা দলের সরকার দাবি করে যে, তাদের আমলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা আগের সরকারের চেয়ে ভালো। যেমন বামেরা ২৫ বছর ধরে জেট সরকারের সময়ের কথা বলে গেছে। এখন রাম যুগ। আর রাম যুগেও বাম আমলের তুলনা। আসলেই কি রাম যুগে রাজ্যে আদৌ আইনশৃঙ্খলা আগের বাম যুগের চেয়ে ভালো? তবে পরিসংখ্যান দিয়ে কিন্তু সব সময় বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। আর বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আগে খারাপ ছিল বলে বর্তমান সময়ের খারাপকে চেপে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা। ইদানীং মহিলা অপহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মহিলারা যদি নিরাপদে না থাকেন, মহিলারা যদি রাতের শহরে চলাফেরায় আতঙ্কে থাকেন, রাতে যদি শহরের যানবাহন উধাও হয়ে যায় তাহলে বাম আমলের আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গ টেনে আনার কোন কারণ হতে পারে না। এশহরে প্রতিদিন চুরি, ছিনতাই হচ্ছে। মানুষ তো এখন বাড়িঘর খালি রেখে কোথাও যেতে রীতিমত আতঙ্কে থাকে। শহরের কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় সন্ধ্যার পর নেশাখোরদের আড্ডা জমে উঠে। পুলিশ এসব জানে না তা নয়, কিন্তু তারপরও তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। রাতের এশহর যে নিরাপদ নয় তা রাতে শহরে বের হলেই বোঝা যায়। পুলিশ এসব জানে। সন্ধ্যার পর তো অনেক এলাকায় অটো, টমটম, রিকশা যেতে চায় না। পরিসংখ্যান দিয়ে কিন্তু সব সময় বাস্তব চিত্রটা বোঝা যায় না। একথা কিন্তু বলা যেতেই পারে যে, শীতেও এশহর, এরাজ্যে কিন্তু অপরাধের পারদ বেড়েই চলছে।

ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে স্বস্তির খবর দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর।। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষের করোনার দুটি ডোজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃহস্পতিবার এই তথ্য দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আরও জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৪০ কোটি ডোজ কোভিডের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মাধ্যম টুইটারকে এদিন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, “আরও একটি কীর্তি অর্জন করল দেশ। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে, অসংখ্য স্বাস্থ্যকর্মীর নিঃস্বার্থ অবদানে দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে।” স্বাস্থ্যমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭০ লাখ ১৭ হাজার ৬৭১টি কোভিডের ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আজ পর্যন্ত মোট প্রায় ১৪০ কোটি ডোজ দেওয়া হল। এর ফলেই ৬০ শতাংশ মানুষের সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে। এদিকে ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে করোনার নয়। ভারিয়েন্ট ‘ওমিক্রন’। ভারতেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বর্তমানে দেশে ওমিক্রনে সংক্রমিত ২১৩ জন। এই পরিস্থিিতে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও রাজ্যগুলিকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। ক্রিসমাস ও নতুন বছরের জমায়েত নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তিত কেন্দ্র। যদিও দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে ক্রিসমাস ও নতুন বছরের জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য বিভাগকে সরকর্ম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, আজই দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে দেশে করোনা ও ওমিক্রনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

গাড়ি দেওয়ালে, বিপন্মুক্ত মুখ্যমন্ত্রী

- প্রথম পাতার পর** দেবের কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী যখন হাঁটছিলেন তখন বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যায় তিন যুবক। তাদেরকে পরে খুঁজে বের করে পশ্চিম থানার পুলিশ। ত্রিপুরার রাজ্য দিন দিন দুর্ঘটনাপ্রপণ হয়ে উঠছে। প্রতিদিনই রাস্তায় মৃত্যু অচ্ছে। রাতের রাস্তা আরও ভয়ঙ্কর, এমনকী রাজধানী শহরেও পুলিশহীন আগরতলার রাস্তা যেন হয়ে ওঠে রেসিং ট্রাক।

সমীকরণ বিভ্রাট

- প্রথম পাতার পর** অসম্পূর্ণ। সমীকরণ সমতা বিধানে যে সব পদার্থ বিক্রিয়া করছে এবং বিক্রিয়ার পর্যবে যা হচ্ছে, এই দুইয়ের সমতা বিধান করতে হয়। এই দুই পক্ষকে আলাদা করা হয় ‘তীর’ কিংবা ‘সমান’ চিহ্ন দিয়ে। সমতা বিধান হয়ে গেলে ‘সমান’ চিহ্ন বসে, আর সমতা বিধান না হওয়া পর্যন্ত সমীকরণটিতে দুই পক্ষকে ‘তীর’ চিহ্ন দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়। যে সমীকরণ দেওয়া হয়েছে তাতে ‘তীর’ চিহ্ন নেই, ফলে সমীকরণটিই আর দাঁড়ায়নি। পরীক্ষার্থীরা এক নম্বর দিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

আদালতের বিরুদ্ধে অনাস্থা

- প্রথম পাতার পর** টাকা ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ব্যাগে করে টাকা ঘুরে বলেও গুঞ্জন রয়েছে। এই মামলাটিতে এখন খোদ আদালতই অনাস্থার মধ্যে পড়লো। বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত চৌধুরী, কুখ্যাত ওমর শরিফ, রাজ পুলিশের প্রাক্তন ইনসপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস এবং ঠিকদার সুমিত বণিক অভিযুক্তের তালিকার রয়েছে। গ্রেফতারের পর থেকে তারা পুলিশ এবং জেলহাজতেই ছিল। এক দফায় পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা আদালত (কোর্ট নং ২) থেকে জামিন পেয়ে গিয়েছিল চারজনই। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত চারজনের জামিন বাতিল করে দেয়। বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলার দায়রা আদালতের মামলায় আদালতের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে যেসব যুক্তিগুলি সরকার পক্ষের পিপি রতন দত্ত দিয়েছেন, তার মধ্যে বেশ কিছু যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তির বিনিময়ে মামলার গুনানি অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (কোর্ট নং ২) থেকে সরিয়ে পশ্চিম জেলার দায়রা আদালত অথবা অন্য কোনও দায়রা বিচারকের কাছে দিতে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনে আরও বলা হয়েছে, একজন সাক্ষীকে আদালতে গত ১৭ ডিসেম্বর পুনরায় পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবীরা। ওইদিন মামলায় নিযুক্ত স্পেশাল পিপি উচ্চ আদালতে মামলায় বাস্ত থাকবেন বলে আগে থেকেই সময় চাওয়ার দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু দায়রা বিচারক (কোর্ট নং ২) এই আবেদন মানেননি। আক্রান্তের পক্ষের আইনজীবীর অনুপস্থিতিতেই সাক্ষীর পুনরায় বয়ান নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় অভিযুক্তদের পক্ষকে। এইভাবে সঠিকভাবে ট্রায়াল সম্ভব হচ্ছে না। বাকি বক্তব্য শুনানির সময় বলতে চেয়েছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। রাজ্য সরকারের পক্ষে স্বরাষ্ট্র দফতরের উপসচিব অরুণ দেব এনিয়ে একটি হলফনামাও দায়রা আদালতে জমা করেছেন। বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলা নিয়ে শুরু থেকেই নানা অভিযোগ উঠে এসেছে। এই দফায় নতুন করে আরও একটি বিতর্ক দেখা দিলো। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে কালীশারীপাট্টি এলাকাতে রাতে খুন হন ইউকো ব্যাক্সের শাখা ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব দাস। তার মাথায় প্রথমে বোতল মারা হয়েছিল। ছুরি দিয়েও একাধিকবার আঘাত করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর বোধিসত্ত্ব’র মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু নিয়ে রাজ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। খুনের পরই অন্যতম অভিযুক্ত পুলিশ ইনসপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস ধর্মনগরে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তাকে পশ্চিম থানায় ডাকানো হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরই সুকান্তকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগেই অবশ্য বনেদি ব্যবসায়ীর ছেলে সুমিতকে গ্রেফতার করে নিয়েছিল পুলিশ। তবে এই খুন কাণ্ডে আদালতে ট্রায়াল শুরু হতেই এক প্রত্যক্ষদর্শী বৈঁকে বসেন। তাকে আদালতে হোস্টাইল ঘোষণা করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ এক সাক্ষীকে আসামির পক্ষের আইনজীবীরা নিয়ে নীরমহলে পাটিও করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চাঞ্চল্যকর বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় আদালতে বিতর্কের মধ্যেই বোধিসত্ত্ব’র মা বিচারের আশায় চেয়ে আছেন।

এলসি শেষ করে প্রত্যয়ী মেলারমার্চ

- প্রথম পাতার পর** যে কয়েকটি এলাকায় সিপিএম’র শক্ত সংগঠন অটুট ছিল এর মধ্যে বাগমা অঞ্চল কমিটি অন্যতম। ক্ষমতাচ্যুতিতেও এখানকার সংগঠনে তেমন কোনও আঘাত আসেনি। শুধুমাত্র বাগমার অবিসংবাদী কমিউনিস্ট নেতা দিলীপ দত্ত অবজ্ঞানা হেঁটে ফেলতে অনেকটা নির্দয় হয়েছিলেন বলে সেকারণেই তিনি জনবিচ্ছিন্ন জনাকয় নেতা রতন-বানি- ধীরেন্দ্র-অপু’দের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তার কাঁধে নাকি আবার ভূত এসে বাসা বেঁধেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনবিচ্ছিন্ন নেতারা ফের দলের সহযোগী সংগঠন সমূহের মাধ্যম এসে একে একে বসে যেতে শুরু করেছেন। আর তা দেখে সাধারণ মানুষেরা আশঙ্কায় প্রমাদ গুণতে শুরু করেছেন। এবারের অঞ্চল কমিটিতেও নাকি দিলীপবাবু কতিপয় জনবিচ্ছিন্ন নেতাকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন। এলাকার মানুষদের বক্তব্য, মানুষ যাদেরকে চায় না তারা সামনের সারিতে চলে এসে সংগঠন আপনা আপনিই দুর্বল হয়ে যাবে। আর এতে খুলিসাং হয়ে যাবে ২০২৩’র ফিরে আসার স্বপ্ন। তাদের বক্তব্য, ২৫ বছরের বাম শাসনে যেভাবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে একচেটিয়া বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিয়েছিলো অনেকটা সেরকমভাবেই বিজেপির পাঁচ বছরের শাসনে অতিষ্ঠ মানুষেরা আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে হটাতে বামদেবেরকেই ফের বেছে নেবে। কিন্তু বামেরা গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বকে সামনের সারিতে আনতে না পারলে সাধারণ মানুষ প্রকৃত বিকল্পের সন্ধানে অন্যদিকে চুকে যেতে পারে আর এমনটা হয়ে গেলে তা হবে সিপিএমের কাছে দুর্ভাগ্যের। তাদের অভিযোগ, একসময় বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে শুধুমাত্র বাগমা পঞ্চায়েতেই বামেরা তিনশত ভোটে লিড নিতো। সেখানে কোনকোনও সংগঠন ছাড়াই ১৮’র ভোটে ওই পঞ্চায়েতে সিপিএম’র লিড ছাপিয়ে গিয়ে উল্টো ৩ ভোট বেশি পেয়ে যায় গেরুয়া শিবির। যা বামদেবের কাছে এক শিকা। কিন্তু গোটা রাজ্যেই যখন বামেরা বলা ভালো সিপিএম ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে সেখানে বাগমায় সিপিএমের ভিত অনেকটাই নড়বড়ে হয়েছে বর্তমান সময়ে এসে। রাজ্য সিপিএম সূত্রের খবর, বাগমা ছাড়াও আরও দু’একটি কেন্দ্রে বামেরা একটু বেকায়দায় রয়েছে সাংগঠনিকভাবে বিষয়টি নজরে রয়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। তাদের ব্যাখ্যা, ভোটের আগে এই সমস্যাগুলোও তারা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ভোট যত এগিয়ে আসবে তারাও বুঝতে শুরু করবেন ড্রজার দিয়ে সিপিএমের কার্যালয়গুলো উপড়ে ফেললেও পাঁচ বছরে সিপিএমকে উপড়ে ফেলা অতটা সহজ হয়নি। কারণ, সচিা অর্থেই বামেরা রক্তবীজের বংশধর।

মৃত্যু হলো বিধবার

- তিনের পাতার পর** তলপেটে

প্রায় অসহ্য ব্যথা শুরু হয় যখন,শ্বশুর জানতে চান তার পুত্রবধুর আসল অসুবিধা।তখনই শ্বশুরের কাছে আর কোনও কিছু গোপন করতে পারেননি তিনি। জানিয়েছেন, তার ভুলের কারণেই তিনি সন্তানসন্তবা হয়ে পড়েছেন। এ জন্য তিনি গর্ভপাতের ওষুধ খেয়েছেন। যার কারণেই এই ব্যথা শুরু হয়েছে। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে তার শ্বশুর সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রবধুর বাপের বাড়িতে খবর পাঠান। তারা এসে এই বিধবা রমণীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে। এই ঘটনায় গ্রামের মানুষদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই বক্তব্য, মাত্র ২১ বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যুর পর সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেই তাকে আর এভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হতো না। অনেকেই বলছে, স্বামীর মৃত্যুর পরেও বাড়িচারিতাই তার এই মৃত্যুর কারণ। তবে ঘটনাটি যে এলাকার মানুষের মনে বড় বেশি দাগ ফেলেছে তা প্রায় পরিষ্কার।

মুম্বাইয়ের যুবক

- আটের পাতার পর** - ব্রিজের একটি স্তম্ভিতে রাখা হয়েছে রাজ্যের এই গৃহবধূরকে। মুম্বাই পুলিশের সাহায্যে সেখানে থেকে গৃহবধূরকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় সাহাবুদ্দিনকে। তাকে আগরতলায় আনা হয়েছে। এই ঘটনায় ছেলেটো থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭০ এবং ৩৭০(১) ধারায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। যেহেতু উচ্চ আদালতে হেবিয়াস কর্পাস মামলাটি চলছে, এই কারণে ক্রাইম ট্রাঞ্চ আদালত কেও এই বিষয়টি জানাবে। পুলিশের ধারণা, রাজ্যের এই গৃহবধূরকে পাচারের উদ্দেশ্যে মুম্বাই নেওয়া হয়েছিল। সাহাবুদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচুর তথ্য বেরিয়ে আসবে।

রামকৃষ্ণ ক্লাব

- সাতের পাতার পর** সেটাই প্রমাণ করে দিতে চাইছেন রমিত দেব’র মতো কর্মকর্তারা। রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ফের আগরতলার ময়দানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিদেশি ফুটবলার আনার কোন পরিকল্পনা নেই। স্থানীয় এবং কয়েকজন ভিন্নরাজ্যের ফুটবলারদের নিয়েই মাঠে ফুল ছড়াতে চায় রামকৃষ্ণ ক্লাব।

ত্রিপুরার দাবাড়ুরা

- সাতের পাতার পর** দিল্লির খুদে দাবাড়ু শুভি ওপ্তা-র চমক অব্যাহত। চতুর্থ রাউন্ডেও শুভি (১৯১০) নিজের থেকে বেশি রেটিংধারী দাবাড়ুকে দগে দিলে। সাহেব নানুজুরী এখনও পর্যন্ত সুনাম দাবাড়ুরা খেলছে। পাশাপাশি এদের সাথে লড়াইয়ে পিছিয়ে নেই ত্রিপুরার দাবাড়ুগণ। যে সুযোগ এমেরে সেটা কাজে লাগানোর জন্য মরিয়া লড়াই করছে রাজ্যের দাবাড়ুরা।

ফুটবলে ত্রিপুরা

- সাতের পাতার পর** প্রীতম হোসেন। পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবলের লক্ষ্যেও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দল গ্রাঠন করা হয়েছে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বারাগঙ্গীর বিএইচইউ-তে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দলের নির্বাচিত খেলোয়াড় রা হলো----লাল’রেম’নে রাঞ্চল, অ্যালিসিয়াস রাঞ্চল, সুরজ রূপশি, গোপাল বর্মণ, নখা দেববর্মী, মোসামেন, গঙ্গাচরণ সিপুরা, ঋষিকেশ সিংহ, সমেন্দ্র দেববর্মী, বয়ার দেববর্মী, অঞ্জন কান্তি শীল, তনয় দাস। কোচ বিকাশ দেববর্মী এবং ম্যাসেজার ডঃ পবন কুমার সিং। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের সচিব প্রশান্ত কুমার দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ক্রিকেটে ৯ দল

- সাতের পাতার পর** এগিয়ে চল সংঘ বনাম জুটমিল এবং দুপুর একটা চম্পাডুয়া বনাম শান্তিরাজ্য পরপরের মুখোমুখি হবে। প্রতিটি প্রপ্ন থেকে দুটী করে দল সেমিফাইনালে উঠবে। সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ২ জানুয়ারি নিপাকো মাঠে। ৩ জানুয়ারি পিটিএক্স-তে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টিসিএ’র টুর্নামেন্টে উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক উত্তম চৌধুরী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্ট্রীকে হত্যা করে আত্মঘাতী স্বামী

- প্রথম পাতার পর** দাঁড়িয়েছিলেন তার দাদু আকাশরাম দাস। নাতনিকে এভাবে ছুঁফট করতে দেখে তিনি দৌড়ে এসে নাতনিকে ধরতেই অমর সরকার তার মাথায়ও শাবল দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঘুরিয়ে নেওয়ায় আঘাত রক্ততালুতে না লেগে একপক্ষের লেগে যায়। দু’টি রক্তাক্ত দেহ উঠানো পড়ে থাকে। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই কোথায় যেন দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে যায় অমর। কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় মানুষেরা উঠানো রক্তাক্ত দুটি দেহ দেখে তড়িঘড়ি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকেরা পায়ের দাসকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। আর আশঙ্কাজনক আকাশরাম দাসকে ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেয়। জানা গেছে, রাতে ধলাই জেলা হাসপাতাল থেকে আকাশরাম দাসকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা এরপর অমর সরকারের শৌজ শুরু করতেই পাশের ঘরে তাকে বুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। এরপর পুলিশ এসে অমর সরকারের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। এমন এক ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে ছৈলোটা।

কেউ টেরই পাচ্ছেন না

- প্রথম পাতার পর** সংস্থার চেয়ে পাঁচ বছর কম, ১৮৭৬ সালে কলকাতা পুর সংস্থা শুরু হয়েছিল। মুম্বাইয়ে শুরু হয় ১৮৮৮ সালে। ভারতবর্ষে ১৫০ বছর ধরে কাজ করা মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা খুব বেশি নয়। অল্পপ্রদেশের একটি মহকুমার পুর সংস্থার ১৫০ বছর হয়েছিল ২০১০ সালে, বিধায়ক, অফিসার মিলে বিশাল কেক কেটে একগুচ্ছ প্রোগ্রামের শুরু করেছিলেন। আগরতলা স্মার্ট সিটি এখন, সেই শহরের পুর সংস্থা ১৫০ বছর পার হয়ে যাচ্ছে, কেউ টেরই পাচ্ছেন না। ১৫০ বছরেও পুর নাগরিকরা রাস্তায় আবর্জনা ফেলে উই করে রাখেন, বাড়ি বাড়ি পুর কর্মীরা সেগুলি আনতে গেলেও, অনেকেই বাড়ির সামনের রাস্তায়, ড্রেনে তা ফেলে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ১৫০ বছরেও শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা হাবুডুপু যাচ্ছে, শীতের দিনের বৃষ্টিতে জল জমে রাস্তায়। মশা আটকাতে প্রতিদিন দুইবেলা স্প্রে করার বদলে কখনো-সখনো স্প্রে মেশিন কাঁধে বুলিয়ে মনের খেয়ালে এখানে-সেখানে এক-দুই চাপ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যান স্প্রে-ওয়ালারা। ১৫০ বছরেও পুর এলাকার সব জায়গায় কার্যত জল পৌঁছে না, নাগরিকরা প্রতি বছর জলের ফি দিয়েও জল পান না, ড্রামে করে জল কিনে খেতে হয়। স্মার্ট সিটির তকমা এখন থাকলেও, স্মার্ট সিটির ফ্রি ওয়াইফাই মোবাইল সেটে কোথাও কোথাও ভেসে উঠলেও, তার কাজ করে না। রাস্তার এখানে-সেখানে কিস্কন্ধ লাগানো, যেকোনও সময় তাতে চাপ দিলে ভেসে উঠে ‘সংযোগ নেই’। পুলিশ সদরের সামনে লাগানো কিস্কন্ধ আর বিদ্যুৎ সংযোগও নেই, বিজ্ঞপনের পোস্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্টেলিজেন্ট সি সি ক্যামেরা দিয়ে কমান্ড সেন্টারি বসে শহরের রাস্তার জল মেপে ফেলা ব্যবস্থা রেখেও, হাইসিকিউরিটি জোনে, পুলিশ সদর থেকে দেড়শ মিটার দূরে, মন্ত্রীদের বাড়ির লাইনে কয়েকদিনের মধ্যে এক ঝুলে চুরি হয়েছে একাধিকবার। ১৫০ বছর এইসব নিয়ে নীরবে পার হয়ে যাচ্ছে।

তথ্যের ভাণ্ডার শূন্য

- প্রথম পাতার পর** নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করলেও, শুরুতেই যে কমিশনটি থিতুয়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৬ সালের পর থেকে তদানীন্তন বাম সরকারের সময়কালে এক-দেড় বছর রাজা মহিলা কমিশনের সেই অর্থে তেমন কাজ ছিল না। তখন রাজ্য জুড়েই ভোট প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ৯ তারিখ রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়। সরকার দায়িত্বে আসার পর ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ৯ তারিখ চেয়ারপার্সন হিসেবে কমিশনটিদার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বালকেশ বর্মা। ধর্মনগর ডিব্রুগড় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক বর্ণালীদেবী ১৯৮৮ সাল থেকে আরএসএস’র সেরিকা এবং ১৯৯৩ সাল থেকে এবিডিপি’র সঙ্গে যুক্ত হন। এসবের পরস্কার হিসেবেই বর্ণালীদেবীকে চেয়ারপার্সন করা হয়। ২০২১ সালের জুলাই মাসে কমিশনের নির্মাণ মোতাবেক নিজের তিন বছর অতিরিক্ত করে ফেলোবেন বর্ণালীদেবী। এখন উনার সেকেন্ড টার্ম চলছে। তবে সরকারিভাবে সেই অর্থে এর কোনও ঘোষণা হয়নি। ২০১৮ সালে জুলাই মাসের ৯ তারিখই ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অশ্বিতা বণিক। একই সাথে কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেন মৌসুমী দাস, অতি জমাতিয়া এবং ডালিয়া সিংহ। সদস্য সচিব হিসেবে নতুন সরকার গঠনের পর কমিশনের দায়িত্ব পান টিসিএস অমৃত্যু মজুমদার। এনামের দায়িত্ব গ্রহণ করাই হয়। ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের শেষ মাস— অর্থাৎ গত সাড়ে তিন বছরে কমিশনটি রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরার মতো কোনও কাজ করতে পারেনি। তাই যদি পারতো তবে কমিশনের ওয়েবসাইটের অন্যতম প্রধান যে পাতাটি, সেটি ২০১৫-১৬ সাল অবধি তথ্য সমেত সমৃদ্ধ থাকতো না। বরং ঠিক উল্টোটা হতো। বাম আমলে সমস্ত কাজকর্কে ছাপিয়ে নতুন উদ্যমে কমিশন ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের অন্তত নভেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত তথ্য রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরতেন। অবাক করার বিষয় হলোও এটা সত্য। সাত বছরে রাজা মহিলা কমিশন ডিড’ভার্স, পরের জল মৃত্যু, কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা, ধর্ষণ, পারিবারিক অশান্তি, আত্মহত্যা, ডাইনি সন্দেহে মারধর, সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ, স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত, কিডনাপ হওয়া, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ— ইত্যাদি বিষয়ে কতগুলো অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে বা কতগুলো অভিযোগের মীমাংসা করেছে, তার একটিও ওয়েবসাইটে দেওয়া নেই। লজ্জার এই বিষয়টি সার্বিকভাবে রাজ্যের মহিলা কমিশনের কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে মেলে ধরে। অথচ যাত্রার পর থেকেই এই কমিশন রাজ্য জুড়ে নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল। কমিশন সময় প্রয়াত মীনাক্ষী সেনে মাধ্যমপাধ্যায়, ড. তপতী চক্রবর্তী, ড. পূর্ণিমা রায় সহ আরও কয়েকজন মিলে এই কমিশনকে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে। বর্তমানে কমিশনের ওয়েবসাইটে ‘ওয়েলফেয়ার স্কিম ফর উইমেন’ বলে যে লিঙ্কটি রয়েছে, সেটি খুললেই ‘আন্ডার কনস্ট্রাকশন’ বলে দুটো শব্দ আসে। একই অবস্থা অন্য অনেকগুলোর লিঙ্ক-এর। হায়রে উন্নয়ন! হায়রে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ!

আবারো হটবারে অবরোধ

- তিনের পাতার পর** অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালো অবরোধকারীরা তাতে কর্ণপাতই করেনি। পরে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতরের অধিকারিকরা অবরোধস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলে এক গাড়ি জল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছে দেয় এবং বিদ্যুৎ কর্মীরা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেন বোলা দুইটা নাগাদ তুলে নেওয়া হয় অবরোধ। প্রায় ছয় ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকার পর মুক্ত হয় সড়ক। ততক্ষণে অবশ্য আমবাসার সাপ্তাহিক হাটেও ভাটার টান। এদিকে টানা প্রায় ছয় ঘন্টা দুই মহকুমার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই সড়কটি অবরোধের ফলে জন দুর্ভোগ সম্পর্কে যত কম বলা হয় ততই মঙ্গল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় সাত দশকের প্রাচীন আমবাসার সাপ্তাহিক হাট। এই হাটে দুই-দুরান্তের গিরিবাসী জমিয়ারা তাদের কৃষিজ ফসল নিয়ে বাজারে হাজির হয় এবং তা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ গোটা সপ্তাহের নুন তেল ইত্যাদি সামান্য নিয়ে পাহাড়ি ফিরে যায়। দুই-দুরান্তের পাহাড় থেকে আগের রাতেই রওয়ানা হয় হাটের উদ্দেশ্যে। আমবাসার হাটে আসা গিরিবাসীদের অধিকাংশেরই একমাত্র পণ হল এই আমবাসা-গড়াছড়া সড়ক। যে সড়কটিকে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ হাটবার এলৈই রাস্তাগ্রাস করে। একদিকি গিরিবাসীদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা অপরদিকে সাত দশকের পুরনো আমবাসার সাপ্তাহিক হাটকে পঙ্গু করে দেওয়ার বদ্ উদ্দেশ্যে চলছে একটি বড়সড় চক্রান্ত। যে চক্রান্তের বিবৃদুপিও এখনো টের পায়নি রাজ্য পুলিশের গোন্দোলা বিভাগ। এই চক্রান্তের আরেকটি দিক হল। এই সড়ক সংলগ্ন বাসিন্দাদের মধ্যে একশ্রেণির ফড়ে ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছে। এরা অবরোধে আটকা পড়া জমিয়ারদের কৃষিজ ফসল অর্ধেক দামে কিনে নেয় পাশাপাশি জমিয়ারদের নিজে তাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অধিক দামে বিক্রি করে দ্বিত্বী ব্যবসা করছে। ওই সব ফড়ে ব্যবসায়ী আর পাহাড় ভিত্তিক রাবনীতির কারবারীরা এক জোট হয়ে বিভিন্ন অজুহাতে হটবার এলৈই স্থানীয়দের প্ররোচনা দিয়ে ওই পথে বসিয়ে দিচ্ছে। রাজ্য সরকার তথা প্রশাসন বিষয়টিও গুরুত্ব অনুধারন করে ক্রত ব্যবস্থা না নিলে সমতল ও পাহাড়ের মধ্যে অশান্ত যোয়াল তৈরির এই রাজনীতি একদিন তার ভয়াল রূপ দেখাতে বাধ্য। তখন হয়ত আর কিছুই করার থাকবে না।

রাতে আক্তার অতঙ্ক মুড়াবাড়িতে!

- তিনের পাতার পর** বেড়ে যায়। এদিন নালিশ পেয়ে আক্তার জামালকে শাসন করতে যায়। আক্তারের গালে কবিয়ে থাপ্পড় দিয়ে দেয় জামাল। সেখানে কিছুটা ঝামেলা হলেও আক্তার পরে বাড়িতে চলে যায়। জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে জামাল তার কয়েকজন আত্মীয়-পরিজন নিয়ে আক্তারের বাড়িতে যায় ক্ষমা চাইতে। পরিস্থিতি সেখানে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অভিযোগ হলো আক্তার তার বাড়িতেই পুনরায় জামাল ও তার পরিবারের হাতে আক্রান্ত হতে হয়। আক্রান্ত হয় তার স্ত্রীও। বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসার পর আক্তারের মাথায় ছরাটি সেনাই লাগে। পরে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। দুই পক্ষই আত্মীয়-পরিজন। পুলিশ রাতে সেখানে ছুটে গিয়ে জাহাঙ্গীর নামের এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসলেও পরিস্থিতি আর স্বাভাবিক হয়নি। অভিযোগ এবার আক্তারের লোকজন নাকি জামালের দুই আত্মীয়ের রক্তাক্ত করে বাড়িতে ফেলে রাখে। আক্তার জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে থাকলেও আক্তার বাহিনী উভয় পক্ষের আহতদের হাসপাতালে আসতে যোেনি। পরে থানায় আটক করে নিয়ে আসা জাহাঙ্গীরের বাবা রেললাইন দিয়ে পালিয়ে এসে থানার কাছে আর্জি জানান আহতদের উদ্ধারের জন্য। সেখানেও কোন সাড়া না পেয়ে ছুটে যান অগ্নি নির্বাপক দফতর। দামকল কেমীরাও সাফ জানিয়ে দেন মারপিটের রোগী তারা আনতে পারছেন না। পরে বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী আব্দুল মালান বাড়িতে চলে যান। তিনি সংবাদ প্রতিনিধির সামনে জানিয়েছেন আক্তার বাহিনী এলাকা সেরাও করে রেখেছে এবং আহতদের হাসপাতালে আনতে যেন নি। রাতে সমস্ত লেখা পর্যন্ত পুলিশও আর যায়নি সেখানে, যত্নগায় কাতরাচ্ছেন গুরুত্বর আহত দুই রোগী !

সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়

- আটের পাতার পর** - রূপায়ণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রবীণরা হলেন একটি পরিবারের চালিকাশক্তি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এমন অনেক প্রকল্প রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে মানুষ এখনো এতটা অবগত না। যার ফলে অনেক যোগ্য সুবিধাভোগীরা এই সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন। পরিবারের প্রায় সমস্ত সদস্যরাই কোনো না কোনোভাবে প্রবীণদের সম্পর্কে থাকেন। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রবীণদের সঙ্গে আলাও বড় মাথান্না নির্বিড় সংযোগ স্থাপন দ্বারা কেন্দ্র-রাজ্য বিভিন্ন সহায়তা এবং ইতিবাচক বিষয় প্রাপ্তি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিতকরণ আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রয়োজন যথার্থ প্রচার ও প্রসার। মহিলাদের উন্নয়ন ব্যতীত কোন প্রদশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ২৫ বছরের উর্ধ্বের রাজ্যের একজন মহিলাও যেন উপার্জন থেকে বঞ্চিত না হন সেই উপযোগী অনুকূল পরিবেশ ও নিশ্চয়তা প্রদানের সংকল্পের পরিপূর্ণতা লক্ষ্যে নগর সংস্থাগুলির সর্বস্বীয় সহায়তা প্রদান হবে তিনি। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের সহায়ক দলের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ সহ অন্যান্য মাধ্যমে উপার্জনের নিশ্চয়তা প্রদান এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন ও কাজের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এদিনের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের উপস্থিতি ছিলেন ধর্ননগরের বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

বিজ্ঞাপনে মানুষ মারার হুমকি

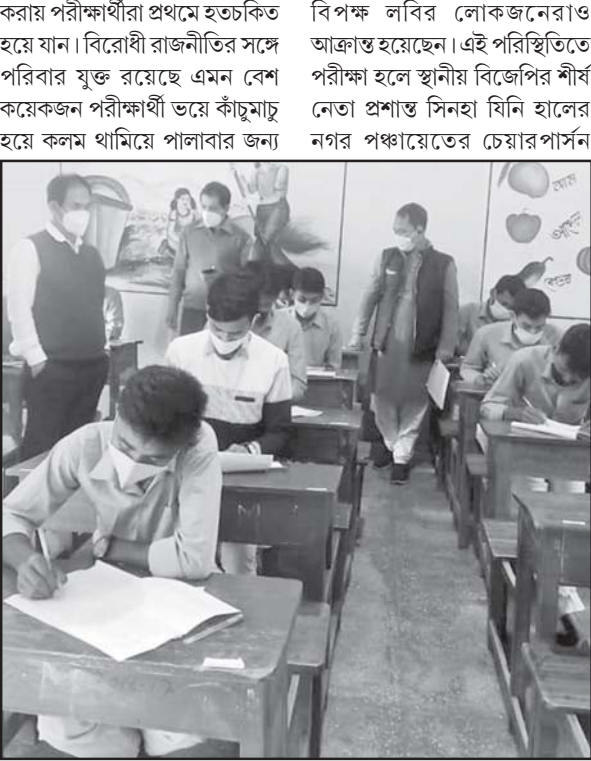
- প্রথম পাতার পর** হবে। শুধু তাই নয়, চূড়ান্ত অসভ্যতামির নজির রেখে ওই একই সাইনবোর্ডে এও বলা হয়েছে— নিয়মভঙ্গকারীদের গুলি করার পর যদি কেউ বেঁচে যান, তাহলে পুনরায় তাকে গুলি করা হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনি কেন্দ্র বনমালীপুর এলাকার অন্তর্গত লালবাহাদুর ক্লাবের সামনে এক বাড়ির দেওয়ালে এই বিজ্ঞাপন বোর্ডটি ঝোলানো অবস্থায় দেখা যায়।একই বোর্ড শহরের আরও বহু জায়গায় রয়েছে। সম্প্রতি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার শপথকাল পাঠ করে শহরবাসীকে পরিষেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়েছেন।একই অঙ্গীকারে শপথকাল পাঠ করেছেন আরও ৫০ জন কাউন্সিলর। শাসক দলের ৫১ জন কাউন্সিলর বৃহস্পতিবারই উনাদের সদ্য নিযুক্ত কমিশনার ড. শৈলেশ যাদব এবং মেয়রবাবুর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সে বৈঠকেও হয়তো শহরে নো পার্কিং আইনভঙ্গকারীদের গুলি করে মারার ঘটনাটি আলোচনায় উঠে আসেনি। না আসাই স্বাভাবিক। বর্তমানে শহর জুড়ে এমন নানা বেআইনি হোর্ডিং, ফ্লাগ এবং সময় পেরিয়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনের ভায়ে কিব শব্দ ঘোষ-এর মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে— কাব্যহৃদয়ও নেন লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলে কিভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই শহরের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এমন নৃশংস, আইন বিরোধী এবং অসভ্য শব্দবাণে এমন বিজ্ঞাপন মেলে ধরতে পারে, তা বোঝা দার। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না কারোরা, আগরতলা পুর নিগম আদতেই অভিভাবকহীন অবস্থায় চলছে।বৃহস্পতিবার নিগমের মেয়র এবং কমিশনারের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। করদাতা শহরবাসীরা হয়তো আশা করবেন, শহরে বিভিন্ন পরিষেবার উন্নয়ন ঘটে।একইভাবে হয়তো এই আশা করাও অনায়া হয়ে না যে, শহরে নিগমের যে বিজ্ঞাপনরীতি রয়েছে, তা কার্যকর হবে। বিষয়টি নিয়ে গুরুবরাই নিগম কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হবে কি না, সেটাই এখন দেখার। না হলে বুঝা যাবে, নিগম আছে নিগমেই।

মিথো বলছে বিজেপি !

- প্রথম পাতার পর** মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, তখন বিজেপি নেতা হিসেবে ঘন ঘন রাজ্যে আসতেন, তিনি জনসভায় চিকিার করে বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আইন সংশোধন করে হলেও ‘১০৩৩৩-’র চাকরি বাঁচিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এটাইয়ের সঙ্গে বলাছিলেন যে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “আমার কথা কেওর্ড করে রাখুন, যদি বিজেপি প্রতিশ্রুতি পালন না করে তবে এই রেকর্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে (ঘুমা ঘুমাকে চালান) বাজাবেন।” তিনি অবশ্য বিধানসভা কেন্দ্রে কলেজের ‘পাথর পাত্রেগাও’ বলে লিখেন। বিজেপি’র এই নেতা আর এখন ত্রিপুরায় আসেন না। সূর্যত চক্রবর্তী, কেউ মিসড কলে কাজ দেওয়ার কথা বলেননি, এমন দাবিও করেছেন। তখনকার বিজেপি’র ত্রিপুরা প্রভারী সুনীল দেওধর একটি জনসভায় নয়, একাধিক জনসভায় একটি নম্বর ডেকে বলেছেন, এবং সেখানে মিসড কল দিয়ে বিজেপির কম্পিউটারে নাম নথিভুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের ‘প্রায়োরিটি রোজগার’ দেওয়া হবে

পরীক্ষা হলে উপস্থিত নগর চেয়ারম্যান আতঙ্কে জবুথবু পরীক্ষার্থীরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ ডিসেম্বর।। এই না হলে কলিযুগ! যে যুগে সুলভ’র কন্সী করবেন ডাক্তারি। রিকশাওয়ালা করবেন মাস্টারি। যার পড়বার কথা ছিলো স্কুলে কিংবা কলেজে তিনি চালাবেন টমটম। যার করার কথা ছিলো রাজনীতি, তিনি করছেন প্রাইভেট টিউশনি। আর যার রাস্তা সাফাইয়েরও যোগ্যতা কম রাজনীতির বদৌলতে তিনি এখন প্রশাসক! বর্তমানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলাছে। সেই পরীক্ষা হলে নজরদারি রাখার কথা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের, যাতে করে পরীক্ষার্থীরা কোনও অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে, যাতে করে পরীক্ষা হলে কোনও অব্যবস্থার সৃষ্টি না হয় এবং শান্ত এবং সুস্থিরে পরীক্ষার্থীরা যেন পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবেই কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা এদিন পরীক্ষা হলে গিয়ে ঢুকছেন সটান। কমলপুরের কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে প্রশান্তবাবু পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। হঠাৎ করেই নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন পরীক্ষা হলে প্রবেশ



প্রায় প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন। কারণ, বিরোধীদের উপর রাজনৈতিক হিংসায় কমলপুর ছাড়িয়ে গেছে বিলোনিয়াকেও। গত প্রায় চার বছরে কমলপুরে বেশ কিছু রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে শুধুমাত্র বিরোধীরাই আক্রান্ত হননি, স্বদলীয়

বিপক্ষ লবিংর লোকজনেরাও আক্রান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতির নিতেই পরীক্ষা হলে গিয়েছিলেন বলে খবর। কারণ, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে তিনি গোটা এলাকার পিতা। সেই পিতার দায় সামলাতেই পরীক্ষা হলে গিয়ে ঢুকছেন তিনি। সন্তানেরা ভালোভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে কিনা তা জানতে। কিন্তু পিতা ভুলে গিয়েছেন, তিনি পরিবারের অভিভাবক হলেও সন্তানের বাসরঘরে ঢুকতে তার মানা। পরীক্ষা হলে শুধুমাত্র বিদ্যালয় নির্ধারিত কিংবা পর্ষদ নির্ধারিত শিক্ষকেরাই ঢুকবেন। এটাই রীতি। সেখানে নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন হলেও তার প্রবেশে বাধানিবেধ রয়েছে। কারণ এতে পরীক্ষার্থীদের মনসংযোগে বিশ্ব ঘটতে পারে। তিনি যেহেতু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, তাই তার উপস্থিতিতে সকল পরীক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নাও করতে পারেন। ঠিক এমনটাই ঘটছে এদিন কমলপুরের বিদ্যালয়ে। জানা গেছে, প্রশান্তবাবু পরীক্ষা হলে চোকার ফলে বহু পরীক্ষার্থী এদিন আতঙ্কের কারণে ঠিকঠাক পরীক্ষাই দিতে পারেনি। যা নিয়ে তীর চাঞ্চল্যবাদের সৃষ্টি হয়েছে কমলপুরে।

রাম-নেতা কানুর মধুচক্র! শায়েস্তা করল প্রমীলা বাহিনী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। গ্রামে মধুচক্রের আসর বসানো শাসকদলীয় দুই নেতাকে হাতেনাতে ধরে রামধোলাই দিল গ্রামেরই প্রমীলা বাহিনী। নারীশক্তিরা একতা ও সাহসিতায় বহিষ্কৃত বাহিনীর পাভা ধোলাইয়ের এই রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটল কমলপুর থানাধীন দক্ষিণ কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটঘর এলাকায়। গত ২১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে মক্ষীরানি সহ ধরা পড়ে এলাকার মহিলাদের হাতে ধোলাই খেয়ে কাঁঠালপাকা হল এসপি মোর্চার কমলপুর মণ্ডল কোষাধ্যক্ষ তথা বাইস্কবাহিনীর অন্যতম পাভা রাজকুমার গুরফে কানু এবং তার শাগরেদ নির্মল। এলাকা সূত্রে জানা যায়, রক্ষণশীল গ্রাম্য পরিবেশের এই এলাকাতিকে দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্টামি ও

ব্যতিচারিতার আড্ডাখানা বানিয়ে রেখেছিল বাইস্ক বাহিনীর পাভা কানু। প্রায় প্রতি রাতেই সে বিভিন্ন স্থান থেকে মক্ষীরানি এনে মধুচক্রের আসর বসাত সে। এতে গ্রামের মানুষ ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এইসব অনাচারের একটা বিবর্ত করার মনস্থির করে। কিন্তু পুলিশকে জানিয়ে যে কিছুই হবে না উল্টো বাইস্ক বাহিনীর রোষানলে পড়বে তাও জানত গ্রামবাসী। আর তাই গ্রামের মহিলারা হাতেনাতে ধরে শায়েস্তা করার জন্য উৎপেতে। যা কাজে লাগে মঙ্গলবার রাতে। ওই দিন সে প্রায় ৫ কিমি দূরবর্তী ঘাঁটি এলাকা থেকে এক মক্ষী এনে শাগরেদ নির্মলের বাড়িতে যেই মাত্র আসর জমিয়েছে মাত্র তখনই উৎপেতে থাকা প্রমীলা বাহিনী সেখানে হানা দিয়ে মক্ষীসমেত কানু ও নির্মলকে পাকড়াও করে

জোর ধোলাই দেয়। প্রমীলারা একপ্রস্থ ধোলাই করার পর ওই কাজে হাত লাগায় পুরুষরাও। সেই সাথে গোটা ঘটনার ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। তবে পুলিশকে ডাকনিতে তারা। সামাজিকভাবে শাস্তি দিয়ে একটি কড়া বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে এলাকাবাসীরা। আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যুগ্মমোর্চার জেলার নেতা সুরত’র অনুগামী হল কানু। কানুর ফেসবুকি প্রোফাইলেই তাই কানুর ঘনিষ্ঠতার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কানু কার শক্তিতে এলাকায় শক্তি প্রদর্শন করে তা এলাকায় গুপনে শিক্রেট। তাই কানুর শায়েস্তা করার মধ্য দিয়ে তার গুরুদেবকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে গ্রাম্য মহিলারা। এমন গুঞ্জন এলাকায় কান পাড়লেই শোনা যায়। সূতরাং গুরু সাধনা!

পাহাড়ে বিভাজনের রাজনীতি! আবারো হাটবারে অবরোধ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৩ ডিসেম্বর।। আজদি কা অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন আর সন্দেশের অবকাশ রইল না। গত শনিবার আমবাসার সাপ্তাহিক হাটবারে আমবাসা গভাছড়া সড়কের নয় মাইল এলাকায় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে অবরোধ আন্দোলনে বসেছিল স্থানীয় গিরিবাসীদের একাংশ। চলতি সপ্তাহে এই হাট বৃহস্পতিবারে হওয়ায় এদিনও একই দাবিতে সংঘটিত করা হয়। অর্থাৎ দাবি

আদায় নয় আমবাসার সাপ্তাহিক হাট যে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি অবরোধের প্রধান উদ্দেশ্য তাতে আর সন্দেশের অবকাশ রইল না। গত শনিবার আমবাসার সাপ্তাহিক হাটবারে আমবাসা গভাছড়া সড়কের নয় মাইল এলাকায় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে অবরোধ আন্দোলনে বসেছিল স্থানীয় গিরিবাসীদের একাংশ। চলতি সপ্তাহে এই হাট বৃহস্পতিবারে হওয়ায় এদিনও একই দাবিতে সংঘটিত করা হয়। অর্থাৎ দাবি

শিকার হয়। এদিন অবরোধ হয় গত সপ্তাহের অবরোধস্থল থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরবর্তী ১০ মাইল এলাকায়। বরাবরের মতোই এদিনও সকাল ৭টা থেকে সড়ক সংলগ্ন এলাকা প্রায় শতাধিক অবরোধে শামিল হয়। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল গত শনিবারে নয় মাইল এলাকায় অবরোধ আন্দোলন করে দাবি আদায় করা চেহারাগুলি এদিনের আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে। ● এরপর দুইয়ের পাভায়

হরিনাম সংকীর্তনের নামে জুয়ার ব্যবসা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ ডিসেম্বর।। শেষ পর্যন্ত হরিনাম সংকীর্তনের নামেও চললো জুয়ার ব্যবসা। উদয়পুর মহকুমার আরকেপুর থানাধীন

ধ্বজনগর এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন চলছে। প্রতিরাতে সেখানে চলছে জুয়া খেলা। অভিযোগ, থানাবাবুদের মামোজ করে জুয়ার কারবারিরা লক্ষ লক্ষ



টাকার ব্যবসা করছে। যেহেতু, আগেই পুলিশবাবুদের পকেটে টাকা ঢুকে গেছে, তাই কেউ আর সেখানে আসার গুরুত্ব দেখাচ্ছেন না। নাগরিকদের তরফে অভিযোগ জানানো হলো পুলিশ একেবারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অভিযোগ, এবারের জুয়ার আসরের জন্য মোটা অঙ্কের নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে থানাবাবুদের। সেই সাথে এলাকার এক জনপ্রতিনিধিও এই কারবারের সাথে জড়িত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। জনপ্রতিনিধির সাদ্‌পসরাই গোটা জুয়ার আসরের আয়োজক। কিন্তু এলাকাবাসী এই ধরনের আসর বির়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন। কারণ, বহু পরিবারের গৃহকর্তা জুয়ার আসরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তারা চাইছেন অবিলম্বে পুলিশের উচ্চতন কর্তৃপক্ষ যেন জুয়ার আসর বন্ধ করার উদ্যোগ নেন।

বড়দিন উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থ বড়দিন উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে বিশেষত খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, আমাদের যীশু খ্রীস্টের শান্তি, সহনশীলতা, বলিদান, প্রেম ও ক্ষমার বাণী অনুসরণ করতে হবে সবার সাথে হাত মিলিয়ে এবং সম্ভাব প্রকাশ করে। এই বড়দিন রাজ্যে খুশির বার্তা নিয়ে আসুক এবং সবাই মনেপ্রাণে বড়দিন উদ্‌যাপন করুক বলে তিনি কামনা করেন। তাছাড়া তিনি নিজেদের কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষিত রাখতে সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করে উৎসব সার্থক করতে আহ্বান জানান।

টানা দু’দিন মৃত্যু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। লাগাতার দু’দিন রাজ্যে করোনায় কেড়ে নিলো দু’জনের প্রাণ। বুধবারের পর এদিনও করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৬জনে। বৃহস্পতিবারও আরও ৭জন করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬জনই পশ্চিম জেলার। এদিকে, স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৪ ঘট্টায় ২হাজার ৯৭৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে আরটিপিসিআর-এ ৩জন পজিটিভ শনাক্ত হন। ২৪ ঘট্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৬জন। এখনও ৫১জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে, দেশে ২৪ ঘট্টায় নতুন করে আরও ৭ হাজার ৪৯৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৪ জনে।

আত্মহত্যার চেষ্টা, সফটে দুই

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর।। কথায় কথায় বিষপান যেন ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। এক কথায় আত্মহত্যার হার তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার রাতেও বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে দুইজন। একজন পুরুষ অপরজন মহিলা। দুইটি ঘটনাই বিশালগড় থানা এলাকায় এক ঘটনার ব্যবধানে ঘটেছে। জানা গেছে, সঞ্জিত লস্কর নামের চাম্পামুড়ার এক যুবকের সম্পর্ক রয়েছে এক যুবতির সাথে। আর এই সম্পর্ক এক প্রকার মেনে নিতে চাইছিলেন না পরিবারের লোকজন। অনেকদিন ধরে ঝামেলার পর বৃহস্পতিবার রাতে যুবক বিষপান করে। কিন্তু পরিবারের লোকজন ঘটনা দেখে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। দ্বিতীয় ঘটনা গকুলনগরে। স্বামীর সাথে গগড়া করে এক গৃহবধু বিপদনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাকেও নিয়ে আসা হয় বিশালগড় হাসপাতালে। পরে রেফার করে দেওয়া হয় জিবিতে। রাতে সবাদ লেখা পর্যন্ত খবর দুইজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পিঠেপুলির উৎসব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও পিঠেপুলি ও স্বালম্বন গ্রামীণ উদ্যোগ মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলাছে। যদিও করোনাজনিত কারণে একটি বছর এই মেলার আয়োজন করা হয়নি। কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোটস্থিত অকলীডে এই মেলা হয়ে থাকে। এনবি ইনস্টিটিউট ফর র‍‌প‍‌র‍‌াল টেকনোলজির উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী এই মেলা শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে। এই মেলার উদ্বোধন করবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বীণ্যু দেববর্মণ। এছাড়াও অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন বলে মেলা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত অকলীডে গ্রামীণ উদ্যোগে মহিলাদের নিয়ে পিঠেপুলির মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রাজ্যের বিভিন্ন ● এরপর দুইয়ের পাভায়

চড়া হারে ফি বাড়ালো বেসরকারি স্কুলগুলি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। বেসরকারি স্কুলগুলির ফি বাড়িয়ে নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া এভাবে চড়া হারে ফি বেসরকারি স্কুলগুলি বাড়িতে পারে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। বেশিরভাগ স্কুলেই ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ফি বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে নার্সারিতে ভর্তির জন্যই ২৭ হাজার টাকার উপর ফি রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে প্রত্যেক মাসের টিউশন ফি এবং বাস ভাড়া। একইভাবে বনেদি বেসরকারি স্কুল হলিক্রসে নার্সারি থেকে শুরু করে উপরের প্রায় সব ক্লাসই ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র নার্সারিতেই প্রত্যেক মাসে ১৮৬০ টাকা করে ফি দিতে হবে। তার মধ্যে অন্যান্য ফি বলে ৭১০ টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস ভাড়া বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে ১৩০০ টাকা। অভিভাবকদের দাবি, ভর্তির সময় বা আগে এই ফি’র কথা স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়নি। তাদের সন্তানদের ভর্তি করার বহুদিন পর তা সনেকহ রয়েছে। কারণ অনেক অভিভাবকদের মতে এখানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ না নিলে কোনও কিছুই হয় না। রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের সন্তানদের শিক্ষাদানের নামে চলছে লুটপাটের ব্যবসা। ব্যাপকহারে টাকা নেওয়া হচ্ছে অভিভাবকদের কাছ থেকে। অনেক অভিভাবকদের অভিযোগ, শহর বাদ দিলে গ্রামীণ বেশিরভাগ জায়গাতে এখনও সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় গড়ে উঠেনি। অনেকেই ফি বাড়ানো নিয়ে ক্ষোভ

জানাতে শুরু করে দিয়েছেন। কোনও ধরনের আলোচনা ছাড়া এভাবে ফি বাড়ানো কেউই মেনে নিতে পারছেন না। তবে বেশিরভাগ অভিভাবক এজন্য দোষচ্ছেন শিক্ষা দফতর এবং শিক্ষামন্ত্রীকেই। কারণ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া স্কুলগুলি চলতে পারে না। স্কুলের পঠনপাঠন-সহ যাবতীয় বিষয়ই শিক্ষা দফতর দেখভাল করার দায়িত্ব রয়েছে। তাই এই দায়িত্ব কখনোই শিক্ষা দফতর এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ এই দায়িত্ব নিতে চাইছে না এখন শিক্ষা দফতর। শিক্ষা মন্ত্রীও মহাকরণে ঠান্ডা ঘরে বসে রাজ্যের নাগরিকদের এই সমস্যা নিয়ে উদাসীন বলে অভিযোগ। যে সুযোগগটা কাজে লাগাচ্ছে বেসরকারি স্কুলগুলি। স্কুলের পড়াশোনার জন্য নার্সারি থেকেই ভর্তির নামে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে যাচ্ছে বাইরে থেকে এরা। রাজ্যে এসে পরিচালনা করা স্কুলগুলি। যদিও শিক্ষা দফতরের এনিয়ে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আদৌ বেসরকারি স্কুল নিয়ে শিক্ষা দফতরের কোনও ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা তা সনেকহ রয়েছে। কারণ অনেক অভিভাবকদের মতে এখানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ না নিলে কোনও কিছুই হয় না। রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের সন্তানদের শিক্ষাদানের নামে চলছে লুটপাটের ব্যবসা। ব্যাপকহারে টাকা নেওয়া হচ্ছে অভিভাবকদের কাছ থেকে। অনেক অভিভাবকদের অভিযোগ, শহর বাদ দিলে গ্রামীণ বেশিরভাগ জায়গাতে এখনও সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় গড়ে উঠেনি। অনেকেই ফি বাড়ানো নিয়ে ক্ষোভ

অভাব রয়েছে। ব্যাপকহারে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগও নেই রাজ্য সরকারের বলে অভিযোগ। বিশেষ করে বামুটিয়া বিধানসভায় শুধুমাত্র লেম্বুছড়ায় একটি বিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে এই স্কুলে শুধুমাত্র ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছ। গান্ধীগ্রাম এলাকাতে গড়ে উঠেছে তিনটি বেসরকারি বিদ্যালয়। সবক’টি স্কুলেই ব্যাপকহারে ফি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই এলাকাতে কোনও বিদ্যালয়কেই ইংরেজি মাধ্যমে পরিণত করা হয়নি। মোহনপুর এলাকার মন্ত্রী শিক্ষার দায়িত্বে থাকলেও নিজ মহকুমার মধ্যে থাকা এই এলাকাতে তিনি একটি স্কুলকেও সুযোগগটা কাজে লাগাচ্ছে উদ্যোগ নেননি বলে অভিযোগ। যে কারণে বিশাল এলাকার মধ্যে বেসরকারি স্কুলগুলি ব্যাপকহারে ব্যবসা করে নিচ্ছে। দ্রুত এই এলাকায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় গড়ে তোলার দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরা। স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস দ্রুত তার নিজের বিধানমন্ডা এলাকায় কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় গড়ে তোলার দাবি জানানবেন বলে বিশ্বাস করে স্থানীয়রা নাগরিকরা। কারণ বেসরকারি স্কুলেই পড়াতে হয়। কারণ এই এলাকাতে সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় নেই। এদিকে শিক্ষক পদে শূন্যপদগুলি দ্রুত পূরণের দাবি উঠেছে। কারণ বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। টেট এবং টিআরবিটি’র অন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের দ্রুত নিয়োগের দাবি উঠেছে।

রাতে আক্তার আতঙ্ক মুড়াবাড়িতে!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর।। আক্তার একসময় এলাকার সিপিএমের ক্যাডার হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৭ সালে তার হাতেই বিশালগড় মুড়াবাড়ি এলাকায় কয়েকজন বিপ্লবীরা মৃত্যু। আক্রান্ত হয়েছিলেন তার হাতেই বিজেপি দায়িত্ব দিয়ে সংখ্যালঘু নেতা বানিয়ে দিয়েছিল। যদিও দলের মান বাঁচাতে তার দক্ষদে বহু অভিযোগ জমা পড়ায় সরাসরি পাটি থেকে বহিস্কৃত করার খবর না পাওয়া গেলেও দল আর এখন তাকে পাভা দেয় না। তবে

এখনো সেই আক্তার এলাকায় বিচারকের ভূমিকা পালন করে বলে খবর। আর এই বিচারক হতে গিয়েই আক্তার মাথায় ছয়টি সেলাই নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও রাত দেড়টার সবাদ লেখা পর্যন্ত খবর তার সাদ পাক্সের দাগে উভয় পক্ষের একজন মহিলা ও পুরুষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা সম্ভব হয়নি। ২০০৬ সালের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী ও তার এক আত্মীয়কে নিয়ে বিশালগড় থানা ও অগ্নি নির্বাপক দফতরের দ্বারস্থ হয়ে আহতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা চাইলেও

তারা অনীহা প্রকাশ করে বলে অভিযোগ। বিশালগড় পশ্চিম লক্ষ্মীবিলস্থিত মুড়াবাড়ি এলাকার জামাল মিস্যর স্ত্রীর সাথে অনেকদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। বৃহস্পতিবার জামালের স্ত্রী আরে শব্দে আক্তারের কাছে যান বিষয়টি মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য। আক্তারের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি, দেশার কারবার, জুয়া, সন্ত্রাস সহ বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও ১৮ নির্বাচনের প্রাকমুহর্তে বিবেচিপিতে যোগ দেওয়ায় তার গুরুত্ব ● এরপর দুইয়ের পাভায়

গর্ভপাত করাতে গিয়ে বক্সনগরে মৃত্যু হলো বিধবার

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ ডিসেম্বর।। শরীর থেকে সামান্যক কলঙ্কের দাগ মুছতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকেই শেষ করে দিতে হলো বছর ২৬’র এক বিধবার। কলমচৌড়া গ্রামের মানুষ। বাম কিংবা রাম উভয় সংলগ্ন কলসিমুড়ায় তার বাস। বছর পাঁচেক আগে এই মহিলার বাস যখন একুশ, তখনই তার স্বামী অবসাদগ্রস্ত হয়ে প্রাণের মানুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই অবগত। কিছুদিন ধরেই তার থেকে কমবয়সী এক যুবকের সঙ্গে এই

স্বামীর মৃত্যুর পর বয়সজনিত কারণেই এই বিধবার জীবনে নানাভাবে উকি মেরেছিলো প্রেম— এই কথা আড়ালে আরভালে বলেন গ্রামের লোকজনেরা। এনিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে হালকা-পাতলা ঝামেলাও যে লেগে থাকতো না তাও নয়। কিন্তু এই বয়সের কাছে যে বিধবাকে হার মানতে হয়েছে বার বার এ বিষয়ে গ্রামের মানুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই অবগত। কিছুদিন ধরেই তার থেকে কমবয়সী এক যুবকের সঙ্গে এই

বিধবার প্রণয় চলছিলো বলেও কলসিমুড়ার মানুষেরা এদিন বলতে শুরু করেছেন। যার জেরে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছিলেন এই বিধবা রমণী। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকলজ্জা। বিধবা হয়েও নিজেকে লোকলজ্জা থেকে বাঁচতে কোনও এক কোয়াক ডাক্তারের পরামর্শে গর্ভপাতের জন্য কোনও গুপ্ত খেয়েছিলেন চুপিসারে। এতে তার ● এরপর দুইয়ের পাভায়

বেহাল রাস্তায় ক্ষুধ্ধ নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ ডিসেম্বর।। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে যাতায়াতের রাস্তা। ফলে ক্ষুধ্ধ গ্রামের মানুষ। বাম কিংবা রাম উভয় আমলেই উন্নয়নের ছোঁয়া পড়েনি সংশ্লিষ্ট এলাকায়। ঘটনা চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরামুড়া সংলগ্ন এলাকায়। ওই এলাকার সুভাষ শীলের বাড়ি থেকে ফকিরামুড়া জৈব স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসীরা। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে এই সমস্যাকে নিয়েই জীবন কাটতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। রাস্তার সমস্ত ইট উঠে গিয়েছে। রাস্তাতে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্।



নেই ড্রেনের কোন সুব্যবস্থা। বৃষ্টির জলে বানভাষা অবস্থায় পরিণত হয় রাস্তাটি। ভীষণ দুর্ভোগে রয়েছে এলাকাবাসীরা। রাস্তাতে জল জমে থাকায় দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে

এলাকাবাসীদের মনে একটাই প্রশ্ন, কবে নাগাদ রাস্তায় পরিণত হবে। এখন দেখার, সবাদ প্রকাশিত হবার পর কবে নাগাদ এ বেহাল রাস্তা সংস্কারে সংশ্লিষ্ট দফতর হাত লাগিবে।

ট্রান্সফরমারে আগুন ঘিরে আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, ফটিকরায়, ২৩ ডিসেম্বর।। ফটিকরায় থানাধীন কৃষনগর পঞ্চায়েতের কাছে একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আগুন লাগে। স্থানীয় লোকজন আগুন দেখে খবর দেয় অগ্নিনির্বাপক দফতরে। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। তবে কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন বিদ্যুৎ নিগমের কাজকর্ম নিয়ে। গোটা কু মারঘাট ডিভিশনের কাজকর্ম একজন বাছবন্দী ঠিকদার আয়ত্তে রেখে দিয়েছে। তাই তার খুশিমতোই কাজকর্ম হয় সেখানে। অন্য একে ঠিকদার চাইলেও কাজ করতে পারেন না। শুধুমাত্র কু মারঘাট ডিভিশন নয়, তিনটি ডিভিশনের কাজ ওই ঠিকদারকেই দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিছুদিন আগেই একই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল পাবিয়াছড়া বাজারে। তাই নাগরিকরা দাবি জানিয়েছেন, কি ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে তা যেন নিগম কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখেন। তা না হলে যেকোনো দিন বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, ফটিকরায়, ২৩ ডিসেম্বর।। পাহাড়ি রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন দুইজন। তাদেরকে কুমারঘাট হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। কুমারঘাট থেকে দারৈচ যাওয়ার পথে একটি বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। সেই বাইকেই ছিলেন রামভোলা ডার্লং (২৯) সেমুয়েল ডার্লং (১৯) এবং পামিয়াল ডার্লং (১৯)। তিনজনকে তড়িঘড়ি কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে দু'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ঠোটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা। তবে কি কারণে বাইকটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে তা জানা যায়নি। আহতদের বাড়ি দারৈচ এলাকায়।

আজ রাতের ওষুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটি অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গুরুত্ব মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অন্তর্ভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্টি হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে অন্তর্ভুক্তকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।

সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে অনুকূলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিপ্লবিত হবে না।

কন্যা: শরীর কষ্ট দেবে। দাম্পত্য জীবনে সুখের

পারিষদদের নিয়ে বৈঠকে মেয়র



প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা পূব নিগমের সব পারিষদদের নিয়ে বৈঠক করলেন নবনির্বাচিত মেয়র দীপক মজুমদার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত এবং কমিশনার ডা. শৈলেশ কু মার যাদব। দীপক মজুমদার আগেও আগরতলা পূব পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলে

ছিলেন। তাই এবারে তিনি মেয়র পদে নির্বাচিত হলেও তার কাছে কাজগুলো নতুন নয়। তাই তিনি বৈঠকে সব পারিষদদের উদ্দেশে বলেছেন, সবাই যেন নিজ নিজ এলাকায় কাজ শুরু করেন। বৈঠকে উপস্থিত কমিশনার ডা. শৈলেশ কু মার যাদব আধিকারিকদের বলেছেন, কোথায় কি সমস্যা আছে সেগুলো সনাক্ত করে লিখিতভাবে তুলে

ধরার জন্য। প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের কাজ যেন দ্রুত গতিতে চলে। কমিশনারের বক্তব্য, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। টাকা যদি পড়ে থাকে তাহলে তার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। তাই সব দিকেই যেন কাজে নজর দেওয়া হয়।

হঠাৎ জেগে উঠলেন ট্রাফিক কর্তারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। সামনেই বড়দিন, তারপর ইংরেজি নতুন বর্ষের সূচনা। এই সময়ে শহরে ভিড় বেশি থাকে। আর সেই সময়কে বেছে নিয়েছেন ট্রাফিক কর্তারা। করোনার গ্রাফ নিম্নমুখী হওয়ার পর থেকে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা কেমন ছিলো তা শহরবাসী ভালো করেই জানেন। করোনার গ্রাফ যখন উর্ধ্বমুখী ছিল, তখন যেকোনো যান চালক রাস্তায় বের হলে ট্রাফিকবাবুদের আতঙ্কে থাকতেন। কারণ, ওই সময় কেউ যদি হেলমেট না পরে রাস্তায় বের হতেন তাহলে জরিমানা একবারে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু করোনার আতঙ্ক কমে যেতেই সাধারণ মানুষ যেমন ট্রাফিক আইন ভুলে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি ট্রাফিকবাবুরাও যেন ঘর বসে যান। ট্রাফিক দফতরের কোনো ধরনের

অভিযান গত কয়েক মাসে দেখা যায়নি। কিন্তু বৃহস্পতিবার হঠাৎ শহরে ট্রাফিকবাবুরা রণংদেহি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শহরের ব্যস্ততম জায়গায় ঘাঁটিগেড়ে বসে পড়েন তারা। যারাই হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরিয়েছিলেন তাদের ধরে ধরে জরিমানা করা হয়। এমনকী অটোতে অধিক সংখ্যক যাত্রী নেওয়ার কারণেও ব্যবস্থা নিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। এক রকুট ছেড়ে অন্য রকুটে গাড়ি নিয়ে আসা চালকদেরও

জরিমানা করা হয়। অনেকেই বলছেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই উৎসব মরসুম সময়টাকে বেছে নিয়েছেন ট্রাফিক কর্তারা। কিন্তু এভাবে মার্কোমেধো অভিযান চালিয়ে কি যান চালকদের সচেতন করা যায়? কেন এতদিন ধরে ট্রাফিক লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি? মেহেতু, কয়েক মাস ধরে ট্রাফিকবাবুদের কোনো কড়াড়কি দেখা যায়নি। তাই এদিন হঠাৎ তাদের কড়াড়কি দেখে সবাই তজ্জব বসে যান।

প্রয়াত নেতার বাড়িতে সুধন

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রাক্তন শিক্ষক তথা বাম নেতা হরেন্দ্র দাস ৯৩ বছর বয়সে বুধবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন। আগরতলার অনঙ্গনগর নরসিংগড় এলাকায় তার বাড়ি। তিনি ছিলেন



সিপিআইএম'র অঞ্চল কমিটির সদস্য এবং তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির নেতা। ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি নরসিংগড় অঞ্চল কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯২ সালে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি সরাসরি রাজনীতিতে সাধে যুক্ত হন। ১৯৯৪ সাল থেকে ১০ বছর তিনি পশ্চিম জিলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বৃহস্পতিবার প্রয়াতের বাড়িতে যান তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস। সাথে ছিলেন স্থানীয় নেতারাও। প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি।

আজ শুরু কংগ্রেসের তিন দিনের প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হচ্ছে শুক্রবার। সকাল ১০টায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিং সিনহার হাত ধরে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হবে। তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় নেতা-নেত্রীরা শিবিরে অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে কথা বলবেন। এই কর্মসূচির জন্য এআইসিসি'র দু'জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসছেন। তারা হলেন এআইসিসি'র ট্রেনিং ইনচার্জ শচিন রাও এবং এআইসিসি'র ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর ড. রঞ্জিত কুমার মিশ্র। রাজ্যভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেওয়ার কথা। এক কথায় রাজ্যে দুর্বল হয়ে পড়া কংগ্রেসকে পুনরায় উজ্জীবিত করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিনে তিন দিনের আলোচনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলাঃ প্রস্তুতি সভা

প্রেস রিলিজ, নতুনবাজার, ২৩ ডিসেম্বর।। আসন্ন তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলাকে সার্থকরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার তীর্থমুখ মেলা প্রাদেশ এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রামাণী জিলা পরিষদের সভাপতিত্ব স্বপ্নন অধিকারী, বিধায়ক বুর্বা মেহেন ত্রিপুরা ও রামপদ জমাতিয়া, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ডলি রিয়াং, করবুক রুকের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অশীম ত্রিপুরা, গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার পাল, করবুক মহকুমার মহকুমাশাসক এল ডার্লং, করবুক রুকের বিডিও ডেভিড হালাম সহ জনজাতি সমাজের সমাজজ্ঞপতি এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৩ জানুয়ারি তীর্থমুখ মকর সংক্রান্তি মেলায় উদ্বোধন হবে। মেলা চলবে দুইদিন। প্রতিবছরের

ন্যায় তর্পণ, অস্থি বিসর্জন, গঙ্গা পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান রীতিনীতি মোতাবেক চলবে। মেলায় আগত পুণ্যাধীদের রাত্রি যাপনের জন্য মেলা প্রাদেশের আশেপাশে অস্থায়ী বিশ্রামগার গড়ে তোলা হবে। থাকবে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা। মেলায় নজর রাখার জন্য জায়গায় সিসি টিভিও বসানো হবে। এছাড়াও দুইদিন ব্যাপী এই মেলায় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর কর্তৃক মেলায় মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। সরকারি বিভিন্ন দফতরের প্রদর্শনী মন্ডপও খোলা হবে। জনজাতি সমাজের জন্য থাকবে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি বহনকারী গহিরিং বা টং ঘর। এবছর মেলায় ৪০০ এর বেশি দোকানীরা তাদের পসরা নিয়ে যাতে বসতে পারে সেভাবে অস্থায়ী স্টল নির্মাণ করা হবে। দুইদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করতে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মৃতদেহ নিয়ে টানাটনি

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর।। মুখে মুখে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নত হচ্ছে। রাজ্যের তথাকথিত উন্নত মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কি ধরনের তা আবারও সামনে এলো বৃহস্পতিবার। এদিন রাতে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক মহিলাকে চড়িলাম করাই মুড়া থেকে নিয়ে আসা হয়। ৫৩ বছরের পুষ্প রানি দাসকে বিশালগড় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মৃত্যুর পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের দাবি মানতে নারাজ ছিলেন। তারা বলতে থাকেন পুষ্প রানি দাস জীবিত আছেন। তাই কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলার ইসিজি করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু মহকুমা হাসপাতালে কোনো ইসিজি মেশিন নেই। তাই পরিবারের লোকজন মৃতদেহ নিয়ে বাইরে চলে আসেন। তারা মৃতদেহ নিয়ে রাস্তার এক পাশ থেকে ওপাশ ঘোরাকোরা করতে থাকেন ইসিজির জন্য। পরে অবশ্য একটি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ইসিজি করানোর পর পুষ্প রানি দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করানো হয়। এরপরই তার পরিজনরা বিষয়টি মেনে নেন। তবে তারা রাজ্য সরকারের উদ্দেশে দাবি জানিয়েছেন মহকুমা হাসপাতালে যেন ইসিজির ব্যবস্থা করা হয়।

রেগায় দুর্নীতি, তদন্তের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় রেগা নিয়ে দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পর উদয়পুরের জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি এই সম্পর্কে গোমতী জেলা শাসকের কাছে চিঠি প্রেরণ করেছেন। সৌমিত্র বিশ্বাস অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির কিছু অংশের অডিটে আর্থিক দুর্নীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে রেগায় ব্যাপক অনিয়মের পরেও রাজ্য প্রশাসন এখনও পর্যন্ত সোশ্যাল অডিটের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অতি স্বল্পসংখ্যক পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির সোশ্যাল অডিটে শুধুমাত্র গোমতী জেলায় ৩০ কোটি ৬ লক্ষ টাকার আর্থিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির অডিট করানো হলে অর্থ নয়-ছয়ের পরিমাণ ৬০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে তার ধারণা। গ্রাম পাহাড়ে বিপুল সংখ্যক শাসকদলীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি অর্থ নয়-ছয় করে দলীয় তহবিল এবং দলীয় অফিস নির্মাণে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ। এতবড় দুর্নীতির তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও সরকারের কোনো হেলদোল নেই। ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে গোমতী জেলার রেগা শ্রমিকদের রেগার কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। জেলার ৮০ হাজার ৩৭৩ জন রেগা শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৯ হাজার ৩৯২ জন শ্রমিক কাজ পেয়েছেন। যা শতাব্দের হিসেবে ৮.৫ শতাংশ হবে। গ্রাম-পাহাড়ের গরিব ও শ্রমজীবী অংশের মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ উঠে আসলেও প্রশাসনের তরফে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই তিনি গোটা ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং ফৌজদারি মামলার দাবি জানিয়েছেন।

বাইকের ধাক্কায় আহত পথচারী

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশালগড় থানাধীন দুই নম্বর গেট এলাকায় বাইকের ধাক্কায় আহত হন পথচারী সন্তোষ বিশ্বাস। পথ চলতি মানুষ তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার করা হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। বাইক চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় নাগরিকরা।

Advertisement			
<p>Subject: - Advertisement for engagement of support staff- Cook (02 Posts) and Night Guard (02 Posts) on “No Work No Pay” basis i.e. as Daily Rated Worker in ST Hostels (03 Nos) attached to 2 (two) Schools under Karbook Sub-Division.</p> <p>Reference:- Memorandum dated 14/12/2021 of the Office of the Directorate of Secondary Education, Government of Tripura vide No.F.8(11-38)/SE/STIPEND/2021(L-II).</p> <p>Applications are invited from bonafide citizens of India possessing Permanent Resident of Tripura Certificate to apply for engagement as support staff- Cook (02 Posts) and Night Guard (02 Posts) on “No Work No Pay” basis i.e. as Daily Rated Worker in ST Hostels (03 Nos) attached to 2 (two) Schools under Karbook Sub-Division. The applications along with two copies of recent colour passport size photo and Xerox copies of relevant documents - Age-Proof Certificate, Educational Qualification Certificate, Permanent Resident of Tripura Certificate, Caste Certificate, Family Ration Card, Medical Fitness Certificate, Cooking Experience Certificate (if any), etc will be received from 27th December, 2021 to 29th December, 2021 during office hours only in Tribal Welfare Section of the Office of the Sub-Divisional Magistrate, Karbook, Gomati District. Submission of application after 29th December. 2021 will not be entertained at any event.</p> <p>The details about the posts are mentioned as under:-</p>			
SL.No.	Name of the Hostel	Name of the Posts	Number of the Posts
01	Karbook Panjigham ST Boys Hostel	Item No. (A) — Cook	01
		Item No. (B) — Night Guard	01
02	Karbook Panjigham ST Girls Hostel	Item No. (A) — Cook	01
03	Silachari ST Girls Hostel	Item No. (B) — Night Guard	01
<p>The essential and desired educational qualification of the 2 (Two) Posts are mentioned as under:-</p> <p>1. Cook.</p> <p>Essential Educational Qualification:- (i) Class-V(Five) Passed and Knowledge of preparing different kind of food. Candidate should be more than 18 years old and less than 40 years old and medically fit and free from any contagious disease. (ii) Candidate should have knowledge in maintaining kitchen hygienic conditions and cooking standards and marketing hostels amenities basically ingredients required for cooking and have knowledge on student diet conditions.</p> <p>Desired Educational Qualification:- (i) V (Five) pass and experience in any Government / Non-Government sector especially into cooking Environment. (ii) Medically fit to work certificate from a Government Hospital or clinic.</p> <p>2. Night Guard.</p> <p>Essential Educational Qualification:- (i) An individual must have to complete at least Class-V (Five) passed. (ii) Physically fit to perform the duties of the Night Guard.</p> <p>Desired Educational Qualification:- (i) Class-V (Five) pass result from any Government or recognised Institutions. (ii) Medically fit to work certificate from a Government Hospital or clinic.</p> <p>Terms & Conditions: - The following terms and conditions will be strictly followed at the time of selection of the two categories of support staff- Cook and Night Guard:-</p> <p>i) The engagement does not confer any right to regular appointment in future.</p> <p>ii) Continuation of the engagement would depend only on the basis of performance in duties.</p> <p>iii) The Sub-Division Level Boarding House Committee will ensure the fitness of the person(s) for both the categories of support staff while selecting the candidates.</p> <p>The Sub-Division Level Boarding House Committee under the supervision of Sub-Divisional Magistrate (SDM) will prepare panel of two categories of support staff- Cook & Night Guard with at least 4 (four) times of actual requirement of each category. The panel will be prepared on the basis of requirement of each hostel. The engagement of support staff for a particular hostel will be done from the panel so prepared for that particular hostel.</p> <p>The engagement of support staff from the panel will be done according to merit, i.e. First from SL. No. 1 of the panel and on satisfactory service, the engagement of Sl. No. I will be extended further and if not, Sl. No. 1 will be replaced by SL No. 2 and so on.</p> <p>The applicant must appear before the Sub-Division Level Boarding House Committee on 30/12/2021 at 10:00 Hrs at Karbook Panjigham HS School Block Resource Centre (BRC) Hall with all relevant documents in original- Age-Proof Certificate, Educational Qualification Certificate, Permanent Resident of Tripura Certificate, Caste Certificate, Family Ration Card, Medical Fitness Certificate, Cooking Experience Certificate (if any), etc.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- Illegible Sub-Divisional Welfare Officer Karbook, Gomati District</p> <p>ICA-D-1517-21</p>			

নাগরিকদের তরফে সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া পূব পরিষদের ১৬নং ওয়ার্ডের নাগরিকদের তরফে নবনির্বাচিত কাউন্সিলারদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাম্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের মির্জাপুর এলাকায় হয় সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান। সেখানে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান-সহ ১৭ জন কাউন্সিলারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাথে এলাকার এক দিয়াঙ্গজন মহিলাকেও সংবর্ধিত করা হয়। এলাকার সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন নাগরিকরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৬ নং ওয়ার্ডের নাগরিকরা বার্তা দিয়েছেন সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেই সমাজ উন্নত হবে।

চুরির অভিযোগে আটক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, ফটিকরায়, ২৩ ডিসেম্বর।। পূর্ত দফতরের অফিস থেকে সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে আটক এক যুবক। ধৃতের নাম রঞ্জিত সরকার। বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারঘাট পূর্ত দফতর সংলগ্ন এলাকায় তাকে আটক করা হয়। প্রথমে ওই যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় নাগরিকরা তার পেছনে খড়গায় করে অবশেষে আটক করতে সক্ষম হয়। রাস্তাতেই যুবককে গণধোলাই দেয় স্থানীয় নাগরিকরা। অভিযুক্ত রঞ্জিত সরকার জানায়, কিছুদিন আগে তাকে সুপারি সংগ্রহের জন্য অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তখনই সুপারি গাছের নিচে একটি লোহার রড পড়ে থাকতে দেখেছিল। এদিন দুপুরে পুনরায় অফিসে গিয়ে সেই রডটি নিয়ে আসে রঞ্জিত। তখনই আশপাশের লোকজন তাকে চুরির অভিযোগে আটক করতে যায়। কিন্তু সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। উত্তম-মধ্যম দেওয়ার পর অভিযুক্ত যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভিলেজে তাল, অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সালেমা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজনৈতিক দ্বিচারিতার অভিযোগে তিপ্রা মথার নেতা-কর্মীরা বৃহস্পতিবার সালেমা রুকের দক্ষিণ কচুছড়া ভিলেজ কার্যালয়ে তাল। ঝুলিয়ে দেয়। ভিলেজ কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এদিন বেলা ১টা নাগাদ তিপ্রা মথার আন্দোলন শুরু হয়। তাদের অভিযোগ, ভিলেজ কর্তৃপক্ষ সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বিচারিতা করছে। অর্থাৎ তিপ্রা মথার সমর্থকরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভিলেজ কার্যালয়ে তাল। ঝুলিয়ে দেওয়ায় কর্মচারীরা ভেতরেই আটকে থাকেন। এদিকে খবর পেয়ে কচুছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ছুটে আসেন সালেমা রুকের বাস্তকার। তারা আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা দাবি জানান, রক আধিকারিক কিংবা মহকুমাশাসককে ঘটনাস্থলে আসতে হবে। তারা যদি প্রতিশ্রুতি দেন তবে আন্দোলন প্রত্যাহার হবে। এ নিয়ে ঘটনাস্থলে



উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারণ, পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের বাগ্বিত্তা চলতে থাকে। এরই মধ্যে কচুছড়া থানার ওসি যখন গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন, তখনই আরেক বিপত্তি ঘটে যায়। ওসির গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে এক আন্দোলনকারীর। তাতে তিনি মাথায় আঘাত পান। এই ঘটনা দেখে অনার্য উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে। দাবি জানান্য, পুলিশের গাড়ি চালকে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

হবে। কি কারণে ভিড়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলােন আন্দোলনকারীরা। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আন্দোলন চলতে থাকে। একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে আন্দোলন। ততক্ষণ পর্যন্ত ভিলেজ কার্যালয়ে তালাবন্দি থাকেন কর্মীরা। এক কথায় দিনভর উত্তপ্ত ছিল দক্ষিণ না থাকলেও রাজ্যের শাসক দল তিপ্রা মথার তরফ থেকে এর আগেও এই ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। কারণ বিভিন্ন জায়গায়

সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান নিয়ে তিপ্রা মথার নেতা-কর্মীরা অসন্তুষ্ট। যেহেতু, এখনও পর্যন্ত এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি তাই ভিলেজ পরিচালনার জন্য কোনো জনপ্রতিনিধি নেই। আমলাদের কথাতেই ভিলেজ চলছে। তবে তিপ্রা মথার অভিযোগ, খাতা কলমে কোনো জনপ্রতিনিধি না থাকলেও রাজ্যের শাসক দল বিভিন্ন জায়গায় সরকারি কাজে প্রভাব ফেলেছে। সেই কারণেই তিপ্রা মথার সমর্থকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

নবনির্মিত শৌচালয় ভাঙুর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর।। রাতের আঁধারে দুর্ভুতিরা ভেঙ্গে ফেললো নবনির্মিত শৌচালয়। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভাধীন বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর সুকান্ত মার্কেটে। জানা যায়, বাজারের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাজারটিতে একটি শৌচালয় মেসার্স করে দেওয়ায়। তাদের দাবিমতো বিশালগড় রক এবং গকুলনগর পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে সুকান্ত মার্কেটে শৌচালয়ের কাজ চালু হয়। যথারীতি শৌচালয়ের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। এমতাবস্থায় বুধবার রাতে শৌচালয়টি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। কে বা কাহারো এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা এখনো বলা যায়নি। তবে বাজার কমিটি এ ঘটনার সৃষ্টি তদন্তের দাবি রেখেছে। তবে কি কারণে বাজারের ব্যবসায়ীদের শৌচালয়টি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হলো তা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একে তো চারিদিকে চোর, ছিনতাইবাজদের দৌরাড্যা তার উপর বাজারের শৌচালয় ভেঙে ফেলার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। হয়তো এলাকাবাসী জানেন কারা এই ঘটনার পেছনে জড়িত। তারা হয়তো ভয়ে মুখ খুলতে নাভীজ। তবে সরকারি নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়ার মত ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। এতদিন মানুষের বাড়িঘর ভাঙুর হতো, এবার সরকারি অর্থে নির্মিত শৌচালয়ও ভাঙা হয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে হয়তো আগামী দিনে আরও বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই ব্যবসায়ী মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে যাতে অতিশীঘ্রই ঘটনার তদন্তমারফত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হোক।

পুলিশ ও প্রশাসনের খামখেয়ালিতে বিপাকে পরীক্ষার্থী ও জনসাধারণ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৩ ডিসেম্বর।। পুলিশ প্রশাসনের খামখেয়ালি পনায় বিপাকে পড়তে হয় পরীক্ষার্থী-সহ সাধারণ মানুষকে। মেলাঘর বাজারের ব্যস্ততম সড়কে

মেলাঘর বাজারের রাস্তা খুব একটা বড় নয়। এক সাথে দুটো গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়। সেই রাস্তাতে এদিন একেবারে অফিস টাইমে পিচ ঢালাই দেওয়া হয়। যার ফলে রাস্তার দু'দিকে প্রচণ্ড



বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সংস্কার কাজ চলবে তা আগেই নাকি পুলিশ এবং প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তারা কিভাবে সেই কাজের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এমনিতেই

যানজটের সৃষ্টি হয়। সেই যানজট আটকে পড়ে যাব বহু পরীক্ষার্থী। দূর-দুরান্তে গাড়িগুলোও বাজারে আটকে পড়ে। এক কথায় মেলাঘর বাজার জুড়ে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ কর্মীরা সেখানে হাজির থাকলেও যানজট

মুক্ত করার মত কোনো পরিস্থিতি ছিল না। যার জেরে অনেক পরীক্ষার্থীর ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়ে যায় যানজটের ফলে। এ বিষয়ে পূর্ন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তকারের সাথে কথা বললে, তিনি এই পরিস্থিতির জন্য দৃংথ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি জানান, দু'দিন আগেই পুলিশ এবং প্রশাসনকে তারা আগাম জানিয়েছিলেন। যেহেতু পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ১৪৪ ধারা জারি থাকে সেই জায়গায় এই ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন— প্রশ্ন মেলাঘরবাসীর। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান যে সময় নষ্ট হয়েছে তার দায়ভার কে নেনে? যদি ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় না বসতে পারতো তাহলে কি হতো? এক্ষেত্রে পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনেরও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পেয়েছে বলে নাগরিকরা মনে করছেন।

হোস্টেলের অবস্থা দেখে অবাক মন্ত্রী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। শহর লাগোয়া আনন্দনগর এলাকার ড. বি.আর. আশ্বৈদকর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দুটি হোস্টেল এবং বাংলা মিডিয়াম স্কুলের একটি হোস্টেল পরিদর্শনে গিয়ে অবাক হয়েছেন মন্ত্রী ভগবান দাস। তবে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে তিনি বেশি কিছু বলেননি। জানিয়েছেন, হোস্টেলগুলিতে শীঘ্রই সংস্কার কাজ করা হবে। কারণ, হোস্টেলের বিভিন্ন দরজা-জানালা ভাঙা। পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান কিভাবে এতদিন ধরে হোস্টেল চলছে? কারণ,

মেয়েদের হোস্টেলেও দরজা-জানালা ভাঙা দেখা গেছে। ভগবান দাস ত পশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের নতুন মন্ত্রী হলেও গত সাতো ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ রাজ্যে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার ক্ষমতায় আছে। তাই এতদিন হোস্টেল সংস্কার না করার পেছনে বর্তমান সরকারেরও যে ব্যর্থতা আছে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। দফতরের আধিকারিক এবং হোস্টেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জটিলতার কথা বললেও কেন সাধারণ সংস্কার কাজগুলি হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠাটা স্বাভাবিক। এছাড়া হোস্টেল চত্বরে আগাছা

পরিপূর্ণ থাকা নিয়েও মন্ত্রী কিছুটা অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন সেই জয়গা পরিষ্কার করে ফুল কিংবা ফল গাছ লাগানো হোক। তিনি অন্য কয়েকটি হোস্টেলের উদাহরণও তাদের সামনে তুলে ধরেন। হোস্টেলের ছাত্রীরা মন্ত্রীকে জানায়, অনেক সময় নোংরা জল আসে। হোস্টেলের ছাদে একটি ট্যাক আছে। সেই ট্যাক যেন পরিবর্তন করা হয় সেই দাবি জানিয়েছে ছাত্রীরা। এখন দেখার, এতদিন পর্যন্ত যারা হোস্টেলের খোঁজ নেননি এখন সেদিকে তাদের নজর পড়ায় কি ধরনের সংস্কার কাজ হয়।

জেলহাজতে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ডিসেম্বর।। অর্থ নয়-ছয়ের অভিযোগে ধৃত আরকে পুর পোস্ট অফিসের পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সৌম্যদীপ চক্রবর্তীকে জেলহাজতে পাঠানো আদালত। বুধবার রাতে আগরতলার ধলেশ্বর নতুনপল্লি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার এড়ানোর জন্য আগাম জামিনের দাবি জানিয়েছিলেন উচ্চ আদালতে। কিন্তু আদালতে তার আর্জি খারিজ হয়। তাই ওই রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযুক্তের জেলহাজত মঞ্জুর করে। সৌম্যদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ১১ হাজার ৮৯ টাকা গায়েব করার অভিযোগ করেছেন। আরক্তৈয়ুর হেড পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার অমিয় রঞ্জন দাস। তবে অভিযুক্তও পাল্টা দাবি করে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। পোস্ট মাস্টারের এই মামলার পেছনে নিজস্ব এজেন্ডা আছে। পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত করছে। জেলহাজত শেষে তাকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে।

নির্যাতনের জেরে থানায় গৃহবধু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ ডিসেম্বর।। শ্বশুরবাড়িতে অকথা নির্যাতনের জেরে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধু। তার অভিযোগ, বিদেশ ফেরত স্বামী বাড়িতে আসার পরই মারধর শুরু করে দেয়। মাত্র ৩ বছর আগেই তাদের বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে ৬ মাসের একটি সন্তানও আছে। বৃহস্পতিবার সন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসেন নির্যাতিনী। তার অভিযোগ, স্বামী, শ্বশুর মিলে তাকে হুমকি দিয়েছে প্রাণে মেরে ফেলার। তাই তিনি এদিন বিশালগড় মহিলা থানায় এসে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিয়ের এক মাস পরই গৃহবধুর স্বামী বিদেশে চলে যায়। ৩ মাস আগে বাড়ি ফিরে আসে তার স্বামী। কিন্তু বাড়িতে আসা মাত্রই তার উপর অকথা নির্যাতন শুরু করে দেয়। তার সাথে নির্যাতনে সঙ্গ দেয় শ্বশুর, শাশুড়ি, নন্দা। নির্যাতিনী জানিয়েছেন, তাকে দু'দিন হত্যার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত স্বামী বিছানার নিচে দা রেখে দিয়েছিল। তার আশঙ্কা, যদি পুনরায় শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যান তাহলে হয়তো তাকে মেরে ফেলা হবে। বুধবার রাত কোনোরকমভাবে কাটিয়ে এদিন সকালে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। এদিন সকালেও নাকি তার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। তবে কি কারণে গৃহবধুর উপর এই ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছে তা জানা যায়নি। গৃহবধুর বাপের বাড়ি উদয়পুরে। মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাটি তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। গৃহবধুকে নিয়ে তার বাবা উদয়পুর চলে আসেন।

লাটে উঠেছে আইটিআই'র পঠনপাঠন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৩ ডিসেম্বর।। শিক্ষাক্ষেত্রের মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং সেই সঙ্গে খরচ করছে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চরম উদাসীনতার কারণে কোটি কোটি টাকার সম্পদ জলে যাচ্ছে। সরকারি অর্থ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার মানোন্নয়নও ত্রাস পাচ্ছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ ওঠে এসেছে বঙ্গনগর আইটিআই'র শিক্ষক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। তাদের চরম গাফিলতির কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা ল্যাটে উঠেছে বলে ছাত্রছাত্রী মহলের অভিযোগ। এই অভিযোগের খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদ প্রতিনিধি সরেজমিনে আইটিআই টি প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখতে পায় প্রায় ২০ থেকে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী আইটিআই'র তালাবন্দি মূল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন ঘড়ির কাঁটার সময় ছিল দুপুর ১২টা। তখন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জানা যায় যে গত ছয় মাস যাবত এই প্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠন প্রকটিহ্রের মুখে। কারণ শিক্ষক-সহ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা ১০টায় ক্লাস চালু করার কথা থাকলেও প্রতিদিন কখনো বারোটা আবার



কখনো দুপুর একটায় আইটিআই এর গেট খোলা হয়। তারপর শিক্ষকরা স্টাফ রুমের কারাম বোর্ড খেলে দুই ঘট্টা সময় কাটিয়ে বাড়িতে চলে যায়। নামমাত্র প্রিন্সিপাল রাখল যোষ আইটিআই'র দায়িত্বে রয়েছে। প্রিন্সিপাল রাখল যোষ জানান, তিনি কলেজের এই অবস্থার কথা কিছুই জানেন না। কিছুদিনের মধ্যে সে ব্যাপারটি সম্পর্কে পদক্ষেপ নেন। জানা যায়, এই নামধারী প্রিন্সিপাল রাখল যোষ সপ্তাহে একদিন আইটিআইটিতে আসেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রিন্সিপাল রাখলবাবুর নজরদারির অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ল্যাটে উঠেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ। তিনি ফোন বার্তায় সংবাদ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি দুটি আই টি আই'র দায়িত্বে আছেন বলে বঙ্গনগরে যেতে পারেননি। বিশ্রামগঞ্জ আইটিআই'র মূল দায়িত্বে রয়েছে তার। এটা অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আইটিআইটিতে ছয়টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে চারটি বিভাগে রেজিস্ট্রিকৃত ৯০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে দুটি বিভাগের কোনো ছাত্রছাত্রী নেই। প্রতিদিন নিয়মিত ৫০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকেন। কারণ পরীক্ষায় বসলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। শিক্ষকদের কাছ থেকে ওগণত শিক্ষা না পাওয়ায় কারিগরি বিদ্যার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রায় বিকল অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া বারাদা ও ক্লাসগুলি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকায় একটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে রয়েছে বঙ্গনগর আইটিআই। মোট ১৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও ৪০ থেকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের উপর নজর দিতে পারছে না। এছাড়াও চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক অভিযোগ। এখন দেখার বিষয়, এই সংবাদ প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট দফতর কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে।

খবরের জেরে বিদ্যুৎসংযোগ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলাম পত্রিকার খবরের জেরে ছয় ঘণ্টার মধ্যেই মিনি ডিপ টিউবওয়েলের বিদ্যুতের সংযোগ করে দিল চড়িলাম বিদ্যুৎ কল সেক্টর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চড়িলাম আরডি রুকের অন্তর্গত ছেচড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের কামরাজ কলোনির এলাকাবাসী-সহ অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের কর্কীচাঁ ছাত্রছাত্রীরা পানীয় জলের সমস্যা় ভুগছিল। পানীয় জলের একমাত্র উৎস মিনি ডিপ টিউবওয়েলটি গত সাত থেকে আট মাস ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এই সমস্যায় পড়তে হয়। ২১টি পরিবারসহ একটি অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের কর্কীচাঁ ছাত্র-ছাত্রীদের পানীয় জলের একমাত্র উৎস এই ওয়ার্ডের মিনি ডিপ টিউবওয়েল টি। গ্রামবাসীরা জানিয়েছিল, ওয়ার্ডের সবাই মিলে ১৩৫০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার পর ও প্রতি মাসে মাসে মিনিমাম চার্জ দেওয়া হচ্ছিল। এরপরও সাত থেকে আট মাস ধরে বিদ্যুতের সংযোগ মেননি সংশ্লিষ্ট কল সেক্টর। ফলে সাত থেকে আট মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল এলাকাবাসীরা। পরবর্তীতে গ্রামের মানুষ ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণির অভিযোগে প্রতিবাদী কলাম পত্রিকায় বৃহস্পতিবার এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ প্রকাশের সঙ্গেই বৃহস্পতিবার সকাল বেলা বিশালগড় বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএমের আদেশে চড়িলাম কল সেক্টর অফিসের কর্মীরা বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে আসে। বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায় গ্রামের মানুষ পানীয় জল পেয়েছে। এর ফলে খুশি এলাকাবাসীরা।

কসবায় মদের রমরমা ব্যবসা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৩ ডিসেম্বর।। কমলাসাগর মন্দির প্রাঙ্গণে চলছে মদের বেআইনি রুমরমা ব্যবসা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ হুড়িয়েছে। ঐতিহ্যবাহী মন্দির চত্বরে কিভাবে বেআইনি ব্যবসা চলছে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, বেআইনি ব্যবসা সম্পর্কে পুলিশ ভালোভাবেই অবগত আছে। তবে

বেশি দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে মন্দিরে। তাই স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী মুখিয়ে থাকেন এই সময়টার জন্য। শীত বাড়তেই ভ্রমণপিপাসুদের আগমন বেড়ে গেছে। তাই বেআইনি মদের ব্যবসায়ীরাও এখন একেবারে পসরা সাজিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আগের তুলনায় এখন আর সেই রকম ভিড় কসবা চত্বরে দেখা যায় না। অনেকেই অভিযোগ করেন, পরিবেশ ভালো না থাকার কারণেই ভ্রমণপিপাসুরা কসবার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। সোসাইটির কর্মকর্তারাও নীরব

যারাই এখন মন্দির চত্বরে আসছেন তারা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মদের ফোয়ারা চলছে। মন্দির প্রাঙ্গণের মদের ব্যবসা নিয়ে এলাকার মহিলারা কয়েকবার স্থানীয় মাতব্বরদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশাসন কিংবা সোসাইটি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকটি হোটেল এবং পেন্ডার দোকানে খুন্সুমুন্সু মদ বিক্রি হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, মদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে একটা অংশের প্রণামি যায় পুলিশের পকেটে। আর আরেকটি অংশ যায় মাতব্বরদের কাছে। তাই এসব নিয়ে কারোর কোনো মাথাব্যথা নেই।

SHORT NOTICE INVITING TENDER	
Sealed Tenders for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computers and other accessories LAN etc. is hereby invited by the Director, Employment Services & Manpower Planning, Tripura, Office Lane, Agartala - 799001 from the resourceful, experienced / Service provider. Tenders will be received in this Directorate from 10.30 am to 3 pm in all working days upto 07.01.2022 . Intending bidders may collect details copy of NIT and other details from the office of the undersigned in any working days during office hours up to 07.01.2022 . Bidder may also download the same from our website www.employment.tripura.gov.in .	
ICA-C-3083-21	Sd/-Illegible (A.R. Bhattacharjee) Senior Research Officer Head of office

MEMORANDUM	
It is information to all concern that the work "Periodical repair of the road from Old K.K. road near Ambedkar nagar Panchayet Office to Industrial Estate during the year 2021-22/ SH:-Patch metaling, BM, Carpeting and seal coating etc.(length-700.00 mtr), bearing DNIT NO:-83/EE/KD/2021- 22 contained under PNI&T NO: 20/EE/KD/ 2021-22 Date 09.12.2021(SI No.6) hereby cancelled due to unavoidable circumstances.	
ICA-C-3095-21	Sd/- Illegible (Er. U.R. Das) Executive Engineer Kumarghat Division, PWD(R&B) Unakoti Tripura

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION	
On behalf of the Udaipur Municipal Council, the undersigned hereby invites the sealed Quotation(s) in prescribed format, from the reputed & Authorized Dealers / Supplier Firm / Agency / Co-Operative Society having valid trade license, GST Registration Certificate for supply of Stationeries Articles for use in the Office of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomati District, Tripura in connection with smooth running of Official works during the Financial Year, 2021-22 2022-23. The details of required materials, prescribed format of the quotation and other terms & condition of the quotation including D-Call Amount can be seen from the Notice Board of Office of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomati District. If any bidders are interested, he / she may collect the prescribed format form from Store Section of this Office at free of cost.	
The interested bidders ore hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed Kham / Envelop by indicating the price in words & figure along with necessary documents and dropped in the Tender Box of the Office of the undersigned by 11th January, 2022 up to 3.00 PM, except Govt. Holiday. The same will be opened on 11th January, 2022 at 4.00PM in presence of authorized bidders or representative of the bidders if possible.	
ICA-C-3093-21	Sd/- Illegible (A. Roy) Chief Executive Officer Udaipur Municipal Council Udaipur, Gomati District, Tripura.

হাতির তাণ্ডব রুখতে ব্যর্থ বন দফতর, জাতীয়

সড়ক অবরোধে ক্ষোভ উগরে দিল জনতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ডিসেম্বর।। বন্য হাতির তাণ্ডব রুখতে ব্যর্থ বন দফতর। দিনের পর দিন তেলিয়ামুড়ার গ্রামীণ এলাকার মানুষ হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সকাল ১১টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে চলে আন্দোলন। ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে আটকে পড়ে শত শত যাত্রী। বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর আগেও ক্ষুদ্র নাগরিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বন দফতর আর কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। তাই বৃহস্পতিবার ফের হাতির তাণ্ডবে ত্রস্ত নাগরিকরা তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত মহকুমাশাসক কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে

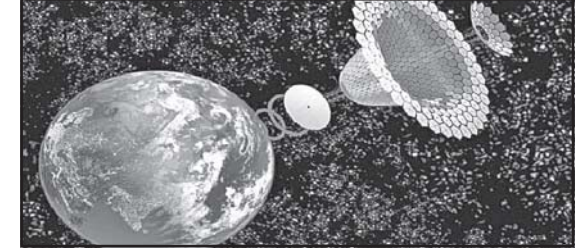
জানা অজানা সূর্যের নিউট্রিনোর বিখ্যাত সমস্যা

সূর্যের নিউট্রিনো সমস্যা বিজ্ঞানের বিখ্যাত সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। সূর্যের প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস নিয়ে গঠিত। সূর্যের স্ট্যাভার্ড মডেল অনুযায়ী, সূর্যের হাইড্রোস্ট্যাটিক ভারসামোর ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সূর্যের মহাকর্ষ ও সূর্যের অভ্যন্তরীণ নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বিকিরণ চাপ পরস্পর সাম্যাবস্থায় আছে। এই মডেল অনুযায়ী ১৯২০ সালে আর্থার এডিংটন প্রস্তাব করেন, সূর্যের ভর ও ব্যাসার্ধ জানা থাকলে তারা কেন্দ্রের তাপমাত্রা জানা সম্ভব। হিসাব অনুযায়ী এই তাপমাত্রা হলো ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন। এই উচ্চ তাপমাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া হলো প্রোটন-প্রোটন চেইন বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়াটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রোটন-প্রোটন বিক্রিয়ার হিসাব আদ্যাবধি সেকেন্ডে ১.৮-এ ১০৩৮টি নিউট্রিনো তৈরি হওয়ার কথা। ফলে পৃথিবীর মতো দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে আমাদের শরীরে যে ভেতর দিয়ে প্রায় ৪০০ ট্রিলিয়ন নিউট্রিনো চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এভাবে উৎপন্ন বেশির ভাগ নিউট্রিনোর শক্তি অনেক কম থাকে। ফলে এদের ডিটেক্টর ধরা যায় না। তবু প্রোটন-প্রোটন বিক্রিয়ার শেষ ধাপে উৎপন্ন নিউট্রিনো যথেষ্ট শক্তিশালী থাকে, যাদের ডিটেক্টরে ধরা যায়। যদিও এই ধরনের নিউট্রিনো প্রতি ১০ হাজার বিক্রিয়ার মধ্যে মাত্র দু’বার পাওয়া যায়। এই উচ্চশক্তির নিউট্রিনোকে ধরার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ডাকোটারায় মার্চির ১.৫ কিলোমিটার নিচে একটি সোনার খনিতে পারক্লোরো ইথিলিনপূর্ণ একটি ৪০০ ঘন মিটারের বড় পাত্র রাখা হয়েছে। সেই ডিটেক্টর সব মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে মুক্ত। এখানে সূর্য থেকে আসা ইলেক্ট্রন নিউট্রিনোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্ট্যাভার্ড মডেল অনুসারে, সূর্য থেকে ৮ এসএনইউ নিউট্রিনো আসার কথা। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এই নিউট্রিনোর পরিমাণ মাত্র ২.২। এসএনইউ খানে সোনার নিউট্রিনো ইউনিট। এটি নিউট্রিনোর পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, স্ট্যাভার্ড মডেল অনুসারে যে পরিমাণ নিউট্রিনো পাওয়ার কথা, তার তুলনায় অনেক কম নিউট্রিনো আমরা পাচ্ছি। এর কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০০১ সালে কানাডার সভাবারি নিউট্রিনো অবজারভেটরী জানায়, সূর্য থেকে নিউট্রিনো পৃথিবীতে আসার সময় এটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে আমরা সূর্যের ভেতরের তৈরি হওয়া আসল নিউট্রিনোকে দেখতে পাই না। আমাদের কাছে আসে পরিবর্তিত মিউওন ও টাও নিউট্রিনো। এ ঘটনা থেকে আরেকটি ভৌতহোলদীপক ব্যাপার জানা যায়। এতদিন মনে করা হতো নিউট্রিনো ভরবিহীন। কিন্তু নিউট্রিনোকে পার্টকে যেতে হলে অবশ্যই তাকে ভরযুক্ত হতে হবে। ফলে নিউট্রিনোর খুব সামান্য হলেও ভর আছে। যা-ই হোক, এতে জানা গেল কেন আমরা এতদিন নিউট্রিনোর সংখ্যা কম পেয়েছি। আবার জাপানি বিজ্ঞানীদের আরেকটি গবেষণায়ও দেখা যায় যে, নিউট্রিনোর হিসাব করা সংখ্যা এবং পর্যবেক্ষিত সংখ্যার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য আছে। তাই ধরে নেওয়াই যায়, সূর্যের নিউট্রিনো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা জানতে পারছি না আসলেই নিউট্রিনোগুলো সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসার পথে পার্টে যাচ্ছে কি না। উন্নতরস্ত্র র‍্যাকফ জারগেস প্রত্নাবিত সূর্যের ইলেকট্টিক্যাল মডেল অনুযায়ী, যেহেতু ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের ভরের পার্থক্য অনেক বেশি, ফলে সূর্যের ভেতর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো অনেকটা ডাইপোলার মতো আচরণ করে। এতে সূর্যের কেন্দ্রের দিকে প্রোটন, অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জের আধিক্য ঘটে। যা-ই হোক, এই মডেল বলে, সূর্যের ভেতরে নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় ভরী মৌল সঞ্চারিত হয় এবং ফলস্বরূপ সূর্যের ভেতরেই বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিনো তৈরি হয়। অর্থাৎ নিউট্রিনো সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসার সময় পার্টে যায় না, বরং তারা সূর্যের ভেতরেই তৈরি হয়ে আসে। এই মডেল আরও বলে, যেহেতু নিউট্রিনোর ভর আছে, তাই এটি অবশ্যই সাধারণ পার্দ্ধ গঠনকারী কথা দিয়েই গঠিত হতে হবে। ফলে বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিনো যে আমরা দেখতে পাই, তারা আসলে নিউট্রিনোর বিভিন্ন কোয়ান্টাম অবস্থার ফল। ধারণা করা হয় যে, সূর্যের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা যেমন সৌরকলঙ্ক, সৌরবায়ু ইত্যাদি ঘটনা সূর্যের নিউট্রিনোর সংখ্যার তারতম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ফোটনের অনুদ্ব্যটিত সম্ভাবনা

কোয়ান্টাম ইনফরমেশন নিয়ে যারা কাজ করেন, তাঁরা এমন এক যুগে পদার্পণের স্বপ্ন দেখছেন, যেখানে ঝঁইবোর অপটিক কমিউনিকেশনে অনানুষ্ঠিক্ষতভাবে অন্য রকমও ঢুকে পড়া অসম্ভব হবে। কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র অনুযায়ীই এটা করা সম্ভব। কীভাবে সেটা হতে পারে? এ নিয়ে পরীক্ষ-নিরীক্ষ চলাছে। যদি তথ্যের প্রতিটি কিউবিট একটি একক ও অলাদা ফোটনের মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রাপকের অজান্তে সেখানে অন্য রকমও হঠাৎ ঢুকে পড়া অসম্ভব হবে। অর্থাৎ তথ্য হানিক্স রোধ করা যাবে।

কিন্তু সমস্যা হলো বাস্তবে ফোটন এক্স, বিচ্ছিন্নভাবে চলে না। একটি লেজার পালসে গড়ে কখনো একটি, কখনো দুটি ফোটন থাকে, কখনো একটিও থাকে না। তাই এখন চেষ্টা চলাছে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। ফোটন ব্যবহার করে সৌরশক্তি আন্দেরেও একটি চেষ্টা চলাছে। আগামী দিনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেকরকম পথে বিদ্যুৎ ও শক্তি তৈরি করি, তাহলে কার্বন নিরসরণ বাড়ি়ে। এতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা আরও বিপজ্জনক মাত্রায় চলে যাবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর ফলে পৃথিবীতে মানুষের বঁচে কোয়ান্টাম অবস্থার ফল। ধারণা করা হয় যে, সূর্যের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা যেমন সৌরকলঙ্ক, সৌরবায়ু ইত্যাদি ঘটনা সূর্যের নিউট্রিনোর সংখ্যার তারতম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।



শক্তির চাহিদা বাড়ছে। তবে সেখানে চেনোবিবলের মতো বিপর্যয়ের আশঙ্কাও রয়েছে। সবচেয়ে আলো উভস সৌরশক্তি। কিন্তু সমস্যা দুটি। প্রথমত, সৌর প্যানেলের জন্য প্রচুর স্থানের দরকার। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে। খোলা জায়গা কমছে। আর তা ছাড়া রাতে সৌরশক্তি আহরণ করা যায় না। মেঘলা আকাশও একটা সমস্যা। তাই বিজ্ঞানীরা এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সৌরশক্তি সংরক্ষের উদ্যোগ নিচ্ছেন। কারণ, সেখানে ২৪ ঘণ্টা সৌরশক্তি পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, সেখান থেকে সৌরশক্তি পৃথিবীতে কীভাবে নিয়ে আসা যায়। বিজনেস ইনসাইডার ম্যাগাজিনে ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর একটি নিবন্ধে কথা হয়, বিজ্ঞানীরা এমন এক নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন, যা সৌরশক্তির প্রবাহ মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবে। এর মূল কথা হলো ভূগুপ্ত থেকে ২২ হাজার মাইল উচ্চতায় কক্ষপথে যদি সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়, তাহলে সেখান থেকে অনবরত সৌরশক্তি পাঠানো সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তিকে বলছেন ‘স্টেলার এনার্জি’। স্যাটেলাইটে স্থাপিত বিশেষ ধরনের প্যানেল সূর্যরশ্মির ফোটন ঘনীভূত করে সংগৃহীত শক্তিকে রেডিও ওয়েভে রূপান্তরিত করবে। আরেকটি যন্ত্র সেই রেডিও বিম পৃথিবীতে পাঠাবে। একটি বিশেষ ধরনের অ্যান্টেনা, যার নাম দেওয়া হয়েছে রেকটানা সেই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করবে। মহাশূন্য থেকে এমন বিশাল আকারের রেডিও তরঙ্গের কথা ভাবলে একটু ভয় হয়। মনে হয় বিপজ্জনক। কিন্তু আসলে আমরা টেরও পাব না। খালি চোখে রেডিও তরঙ্গ দেখা যায় না। আমাদের চারপাশে সব সময় রেডিও তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। বড় চ্যালেঞ্জ হলো এর পাম। বিদ্যুতের প্রচলিত দামের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি পড়বে। এখানেই আটকে যাচ্ছে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিশাল উদ্যোগ। কে দেবে এত টাকা? তবে একটা সুখবর আছে। কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে। নিতানতুন প্রযুক্তি এর ব্যয় কমিয়ে আনতে পারে। এমন সম্ভাবনা। কিন্তু এখন খুব অবাস্তব নয়।

সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার ডট কম

চাপের মুখে যোগী সরকার রামমন্দির জমির তদন্তের নির্দেশ

লখনউ, ২৩ ডিসেম্বর।। বিতর্ক যেন কিছু তেই পিছু ছাড়ে না অযোধ্যাকে। চলতি সপ্তাহেই অযোধ্যায় বেআইনিভাবে জমি কেনা-বেচা সংক্রান্ত একটি খবরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। নাম জড়ায় মন্ত্রী -আমলা -বিধায় ক’দের। নামে-বেনামে চলছে জমির কেনা-বেচা। অভিযোগ এমনটাই। শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তারাই নন, তাদের আত্মীয়রাও দেদার জমি কিনছেন বলে অভিযোগ। ২০১৯ সালের ৯ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রামমন্দির নির্মাণের রায়ের পর থেকেই অযোধ্যা যেন রিয়েল এস্টেটের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ আসছে বিভিন্ন মহল থেকে। জমি ক্লেলেক্টারির



অভিযোগে বর্তমানে উত্তাল উত্তরপ্রদেশের রাজ্য-রাজনীতি। চাপ বেড়েছে উত্তর প্রদেশ সরকারের উপরেও। এবার এই ঘটনারই উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শেষ

পাওয়া খবর অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজস্ব মনোজ কুমার সিং এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। বিশেষ সচিব (রাজস্ব) জমি ক্রয় মামলার উপর তদন্ত করে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে একটি

রিপোর্ট দেবেন বলেও জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনার পর থেকেই রামমন্দির সংলগ্ন ৫ কিলোমিটার ব্যুত্তের মধ্যে নানান জায়গায় জমিগুণ্ডো কেনা হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। একদিকে অযোধ্যার রাজ্য ওবিসি কমিশনের সদস্য থেকে শুরু করে বিধায়ক, মেয়ররা নিজের নামেই জমি কিনেছেন। তেমনই আবার অন্যদিকে, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, অযোধ্যা পুলিশের ডিআইজি, সার্কেল ইন্সপেক্টর, ডিভিশনাল কমিশনার, স্টেট ইনফরমেশন কমিশনার ইত্যাদি পদাধিকারীদের আত্মীয়স্বজনেরা জমি কিনেছেন বলে খবর। তবে বেশিরভাগ জমিই কেনা হয়েছে বেআইনিভাবে, অভিযোগ এমনটাই।

বিরোধী দলের মর্যাদা পেল তৃণমূল

শিলং, ২৩ ডিসেম্বর।।

মেঘালয়ে ফের ধাক্কা খেল কংগ্রেস। ১২ জন বিধায়কের তৃণমূলের যোগের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিলেন মেঘালয়ের বিধানসভার অধ্যক্ষ। যার জেরে এবার খাতায় কলমে মেঘালয়ে বিরোধী দলের স্বীকৃতি পেল তৃণমূল। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের সংগঠন মজবুত করছে তৃণমূল। অন্যান্য রাজ্যের তাবড় তাবড় নেতা যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলে। গত ২৫ নভেম্বর তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা-সহ ১২ জন বিধায়ক। এরােজের মন্ত্রী মানস ভূঁইএরর উপস্থিতিতে ঘাসফুল শিবিরের পতাকা হাতে তুলে নেন তাঁরা। আর তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিতেই মেঘালয়ের বড়সড় ধাক্কা খায় কংগ্রেস।১২ বিধায়কের দলত্যাগের পর কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল যে তৃণমূল দল ভাঙাচ্ছে। পাশাপাশি মেঘালয়ের বিধানসভার পিকারের কাছে দলত্যাগী বিধায়কদের বিধায়ক পদ খারিজের আর্জিও করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হল না। বৃহতিবার এই নিয়ে দু’পক্ষের বক্তব্য শোনেন প্পিকার। এরপরই তিনি মন্তব্য করেন যে, দলত্যাগী বিধায়কদের বিধায়ক পদ খারিজের কোনও প্রয়োজন নেই। ফলে এবার মেঘালয় বিধানসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলের মর্যাদা পেল তৃণমূল।

উল্লেখ্য, মুকুল সাংমা ও ১২ জন বিধায়কই নয়, তাঁদের পরই ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন যুব কংগ্রেসের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি রিচার্ড মারাক। সেই সঙ্গে মেঘালয় কংগ্রেসের যুব সংগঠনের অধিকাংশ নেতা নান লেখান তৃণমূল শিবিরে। যা তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি এবং কংগ্রেসের জন্য বড়সড় ধাক্কা তা বলাই বাহুল্য।

জানুয়ারি নয়, জুলাই মাস থেকে চালু লেনদেনে ‘টোকেন’ ব্যবস্থা

নয়াডিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর।। ইদানীং অনলাইনে কেনাকাটার ধুম পড়েছে। অনেকেই ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, সুইগি, জ্যোম্যাটোর মতো ই-কমার্স সংস্থা থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করেন। কিন্তু এতে প্রতারণার ঝুঁকি থেকে যায়। ঝুঁকি নির্মূল করতে ‘টোকেন’ ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া (আরবিআই)।অফ প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ২০২২ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকেই দেশ জুড়ে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। এ বার তা ছ’মাস পিছিয়ে দেওয়া হল। আরবিআই-এর নয়া নির্দেশিকা বলছে, ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে পুরনো নিয়ম। পয়লা জুলাই থেকে শুরু হবে টোকেন ব্যবস্থায় লেনদেন। আরবিআই এই সংক্রান্ত ঘোষণা করা মাত্রই মার্চেন্ট পেমেটস অ্যালায়েন্স অব ইন্ডিয়া (এমপিএআই), এ্যালায়েন্স অব ডিজিটাল ইন্ডিয়া। ফাউন্ডেশন (এফটাইএফ)-এর মতো শিল্প সংগঠন বাজারের প্রস্তুতির জন্য আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছিল। মনে করা হচ্ছে, সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই বাড়তি ছয় মাস সময় বরাদ্দ করলো আরবিআই। এখন অনলাইনে কেনাকাটা করতে হলে প্রথমবার আপনি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের ১৬ সংখ্যার নম্বর দেন। তার পর সিভিভি,

রঙিন কাপড়ের মাস্ক আর কার্যকরী নয়

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বর।। বিশ্বজুড়ে যেভাবে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে উদ্বেগ বাড়ছে বই কমছে না। প্রত্যেকটি দেশেই জরি হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এই সময় খুবই প্রয়োজন। যদিও বর্তমানে সকলে তাঁদের নিজেদের পোশাকের সঙ্গে মানানসই রঙিন কাপড়ের মাস্ক পরছেন। সেই মাস্কগুলি দেখতে যতটা সুন্দর ততটা কিন্তু কাজের নয় বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসক এবং অভেদ মাদ ব্যবসার প্রতিবাদ করেছিলেন এক সমাজকর্মী। তার মেরে ভয়ানক মালুম দিতে হল তাঁকে। দ্রুত্ভিরা আমরাাম গোদারা নামে ওই যুবককে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে মারধর করে হাত-পা ভেঙে দেয়। তার পর শরীরে পেরেক গেঁথে দেয়। ভয়ঙ্কর এই ঘটনা ঘটেছে রাজস্থানের বারেন্ডে। প্রকৃত্তে জখম অবস্থায় জোধপুর হাসপাতালে ভর্তি গোদারা। বারমেরেপুলিশ সুপারদীপক ভার্গব জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চয়েতে এনএরগা-তে দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন গোদারা। পাশাপাশি বেআইনি মদের ব্যবসা নিয়েও পুলিশ অভিযোগ করেছিলেন তিনি।পুলিশ সূত্রে খবর, গোদারাকে অপহরণ করে আট দুষ্কৃতি। তারপর তাঁকে বেধড়ক মারধর করে হাত-পা ভেঙে পেরেক গেঁথে মৃত্যুর জন্য রাস্তায় ফেলে দেয়। তারপর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান স্থানীয়রা।

হাত-পা ভেঙে পেরেক গেঁথে যুবককে ‘শাস্তি’ জপ্পুর,২৩ডিসেম্বর।।

আতঙ্ক গোটা বিশ্ব জুড়ে দেখা দেওয়ার পর মাস্কের ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে ফিরে এসেছে। এ মাসের গোড়ার দিকে ব্রিটেন পুনরায়চলু করে মাস্কের ব্যবহার। ব্রিটেন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে গণ পরিবহণ, দোকন ও কিছু অভ্যন্তরীণ জায়গায়মাস্কপর বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়।অন্যান্য দেশেও মাস্কের ব্যবহার ফের ফিরে আসে। গ্রিনহাঙ্গের মতে, কাপড়ের মাস্কগুলি নিয়ে প্রধান সমস্যাই হল এতে স্কেনওভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মানদণ্ড যেই। এর বিপরীতে, সেগুলি বেশি কার্যকর। তবে ফাশানের জন্যই অধিকাংশ কাপড় মাস্কের ব্যবহার হয়। প্রসঙ্গত, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের

ভারতে তৈরি নতুন প্রযুক্তির মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ

ভুবনেশ্বর, ২৩ ডিসেম্বর।। চিন হোক কিংবা পাকিস্তান, আবার “প্রলয়” আসছে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করতে। দেশের সামরিক বাহিনীতে নয়া সদস্য “প্রলয়”। বুধবারের পর বৃহ-পতিবারও সফল উৎক্ষেপণ করা হল এই স্বল্পপাল্লার নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের। বিশ্ব ইতিহাসে এই প্রথমবার পর পর দু’দিন দু’টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করা হল। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশার এপিজে আবদুল কালাম দ্বীপে “প্রলয়” ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বিতীয় পরীক্ষা চালায় ভারত। যা ৫০০ মিটার দূরের লক্ষকে নিভুলভাবে ভেদ করেছে। উত্তরে চিন এবং পশ্চিমে পাকিস্তানের “না-পাক” কীর্তিকলাপের জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই বলে আসছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আর এবার ভারতে দ্বিতীয়বার সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হল সারফেস-টু-সারফেস গাইডেড ব্যালিস্টিক মিসাইল “প্রলয়”। বুধবার প্রথম উৎক্ষেপণের পর এদিন ফের সফলভাবে নিজের লক্ষবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হল “প্রলয়”। আর পর পর দু’দিন ব্যালিস্টিক মিসাইলের এই সফল উৎক্ষেপণ এর আগে কোনও দেশ করেনি। তাই এই সফলতা সেনালি পালক যুক্ত করলো ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মুকুটে। ডিআরডিও জানিয়েছে, ভূমি থেকে ভূত্বিতে নিক্ষেপযোগ্য “প্রলয়” ৩৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটারের স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। নিজের লক্ষ্যবস্তুতে নিভুল ভাবে আঘাত হানতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র। ৫০০ থেকে ১০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বিস্ফোরক বহন করতে পারে “প্রলয়”। এই ক্ষেপণাস্ত্র মাঝ আকাশে নিশানা পরিবর্তন করে শত্রুর অবস্থানে আঘাত হানতেও সক্ষম। মোবাইল লক্ষ্যার থেকেও এটি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি পৃথী ডিফেন্স ভেহিক্যাল প্রোগ্রামের এক্সোআটমিস্কফ্যারিক ই-টার্গেটসপরি মিসাইলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই মিসাইলটির উন্নত র‍্যাত্যার ও নিভুল নিশানার জন্য আগামী দিনে দেশের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে।

আদালতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত ২, পদপিষ্ট হয়ে জখম বহু



চণ্ডীগড়, ২৩ ডিসেম্বর।। বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহত পাঁচ থেকে ছয়জনের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, বিস্ফোরণের সময় পাঞ্জাবের বিধায়ক বলবিন্দর সিং বেঙ্গ আদালতের ভিতরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, বিস্ফোরণের তীব্রতা খুব বেশি ছিল। গোটা আদালত ভরন কেঁপে ওঠে বিস্ফোরণের অভিঘাতে। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ১২টা ২২ মিনিটে লুথিয়ানার জেলা ও দায়রা আদালত কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় একটি ওয়াশরুমে বিস্ফোরণটি ঘটে। পুলিশ এলাকাটি ঘেরাও করে রেখেছে এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে রয়েছে। উজ্জর অভিযান চালানোর সময় একজন পুলিশ আধিকারিক বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আদালতের বাইরে ভিড় জমে যায়। ঘটনাস্থল থেকে তোলা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে ছয়তলা বিল্ডিং থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আইনজীবীদের ধর্মঘট ছিল। তাই বিস্ফোরণের সময় আদালত কমপ্লেক্সে মাত্র কয়েকজন ছিল। নয়তো প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারতো বলে আশঙ্কা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং লুথিয়ানা কোর্ট কমপ্লেক্সে বিস্ফোরণের ঘটনায় দৃঢ়ত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, লুথিয়ানা কোর্ট কমপ্লেক্সে বিস্ফোরণের ঘটনা বেশ উদ্বেগজনক। দু’জনের মৃত্যুর বিষয়ে জানতে পেরে তিনি দুঃখিত। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি। বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টি (এএপি) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ব্যপ্তাস্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বেশ কয়েকটি অসামাজিক ঘটনা ঘটিছে ২০২২ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাস্তি নষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাডভোকেট সৌরভ মহেশ্বরী জানিয়েছেন, যে বিস্ফোরণটি চিনেচ তলায় হয়েছিল এবং এর তীরতা এতটাই ছিল যে প্রথম তলার মেঝে এবং জানালার প্যানগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এদিকে, বোমা বিস্ফোরণে বাধরুমের দেয়াল ভেঙে গেছে, জানলার কাঁচও ভেঙে গেছে। বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চাumi জানান, মিটিং শেষ করেই তিনি লুথিয়ানা পৌঁছবেন। তাঁর দাবি, এই ধরণের ঘটনার পিছনে বিরোধীদের হাত থাকতে পারে। কারণ বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সরকার এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে।

লাইফ স্টাইল

মাখনের বদলে পাউরুটিতে পিনাট বাটার খাচ্ছেন? লাভ হচ্ছে নাকি ক্ষতি

অনেকেই পাউরুটিতে মাখনের বদলে পিনাট বাটার খান। কারণ এই বাটারে

ফ্যাটের পরিমাণ কম। ফলে এটি খেলে কোলেস্টেরল এবং ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কাও কম।

আর কী কী হয় এই পিনাট বাটার খেলে? এটি শরীরের উপর কেমন প্রভাব ফেলে? দেখে নেওয়া যাক:

পিনাট বাটার নিয়মিত খেলে হার্ট ভালো থাকে। এমনই বলছে বিভিন্ন গবেষণা। এতে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের ভিটামিন রয়েছে। তার মধ্যে



ব্যাপক পরিমাণে রয়েছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন ই। এ ছাড়াও

রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, কপারের মতো খনিজ। এর সব ক’টিই হার্টের জন্য

ভালো। ফলে রোজ সকালে পাউরুটির সঙ্গে পিনাট বাটার খেলে হৃদযন্ত্রের কিছুটা

উপকার হয়। এমনই বলছেন

চিকিৎসকরা। তবে বেশি পরিমাণে না খাওয়ারই পরামর্শ দেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে শরীরে ভিটামিন ই প্রচুর পরিমাণে জমা হয়ে যেতে পারে।

এর দ্বিতীয় গুণটি হল পেট ভর্তি করে রাখা। পিনাট করে রেখে দেয়। জলখাবারে পিনাট বাটার দিয়ে পাউরুটি খেলে দিনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পেট ভর্তি থাকে। তাতে খিদে কম পায়। কম খাওয়ার ফলে

ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কাও কমে।

হালের কয়েকটি গবেষণা বলছে, যাঁরা নিয়মিত পিনাট বাটার খান, তাঁদের ব্লাড সুগারও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই বাটারের কিছু উপাদান রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। কলোশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিদ্যা বিভাগের একটি পরিসংখ্যান বলছে, এই বাটার যারা রোজ অল্প পরিমাণে খান, তাঁদের শরীরে বহু ধরনের কঠিন অসুখ বাসা বাঁধে না। ফলে তাঁদের আয়ুও বাড়তে পারে।

রক্ষণের ভুলে দাম পেলো না আমিরের দূরন্ত গোল, ফের ড্র এসসি ইস্টবেঙ্গলের

পানাজি, ২৩ ডিসেম্বর।। ফের রক্ষণের ভুল। ফের পয়েন্ট নষ্ট করলো এসসি ইস্টবেঙ্গল। আইএসএল-এর অষ্টম ম্যাচে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে আটকে গেল লাল-হলুদ। খেলার ফল ১-১। আমির দেবভিসেভিরের দূরন্ত গোল কাজে এল না। লিগ তালিকায় সবার শেষেই থাকলো এসসি ইস্টবেঙ্গল। চাপ আরও বাড়ল কোচ ম্যানুয়েল দিয়াসের উপরে। প্রথমার্ধ থেকেই এসসি ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সকে বেশ শক্তিশালী লাগছিল।বার্থোলোমেউ ওগবেচে-সহ হায়দরাবাদের রক্ষণকে প্রথম দিকে দাঁত ফোটাতেই দেয়নি তারা। বল ঘোরাকেরা করছিল হায়দরাবাদ ফুটবলারদের পায়েই। ১০ মিনিটের মাথায় সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ডানিয়েল চিমা। বক্সের বাইরে বল চেয়েছিলেন হামতের থেকে। হামতে যখন বল তাঁকে দিলেন,

পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ আগামী ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরের কিট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল। এতে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে ভুবনেশ্বর রওয়ানা হয়েচ্ছে রাজ্য দল। দলের কোচিং-র দায়িত্বে মধুমানিক লোধ। ম্যানোজের বীরবাহু জমাতিয়া। দলের সদস্যরা হলো—ভিজিঅঞ্চে লাহস, কল্যাণ দাস, দুলাল রিয়াং, কেহকিজো, নীতিনখোয়ামা ডার্লং, প্রীতম সরকার, অ্যান্টন ডার্লং, নেভেমিয়া হালাম, কলনাড়ি লালপেকমাউতা, কইথেঙ্গু কুকি, জরকিষণ যোষ, তুষার রায়, রাসেল হোসেন, সুভাষ ত্রিপুরা, সুরজিৎ জমাতিয়া, অনন্ত রিয়াং, আচরিফাং জমাতিয়া, ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

টেস্টকে কি বিদায় জানাবেন শাকিব?

ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর।। টেস্ট ক্রিকেট থেকে কি অবসর নিতে চলেছেন শাকিব আল হাসান? বাংলাদেশের অলরাউন্ডারের সাম্প্রতিক মন্তব্যে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এক সাক্ষাৎকারে শাকিব জানিয়েছেন, অতিমারির এই সময়ে তিন ফরমাটে খেলা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই যেকোনও একটি ফরমাট থেকে অবসর নিতে পারেন তিনি। সেটা যে টেস্টই হবে, এমন কথা জোর দিয়ে না বললেও পাছা ভারি সে দিকেই। নিউজিলান্ড সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন শাকিব। ঢাকার এক টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “আমি জানি কোন ফরমাটকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।টেস্টক্রিকেট নিয়ে এ বার আবার সময় এসেছে। টেস্ট খেলব কিনা, সেটা এবার ভাবতে হবে। যদিও বা খেলি, তা হলে কী ভাবে খেলব। একদিনের ক্রিকেটে যেখানে পয়েন্টের কোনও ব্যাপার নেই, সেখানেও খেলবো কিনা ঠিক করতে হবে।” শাকিবের সংযোজন, “বলছি না যে টেস্ট থেকে অবসর নেব।

মধ্যপ্রদেশ রওয়ানা হলো খো খো দল



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ আগামী ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে অনুষ্ঠিত হবে ৫৪-তম জাতীয় সিনিয়র খো খো প্রতিযোগিতা। এতে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে অংশগ্রহণ করবে রাজ্য দল। এই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজ্য দল রেলপথে মধ্যপ্রদেশ রওয়ানা হলো। ত্রিপুরা খো খো অ্যাসোসিয়েশনের সচিব শ্যামল ঘোষ সহ অন্যান্যরা গোট দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পুরুষ দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—অমৃত ঘোষ, সামিম আলি, দীপক দাস, পুষ্প রত্নপ্রাণ, বাপী গোপ, সৌরভ দাস, দীপঙ্কর দাস, বংশীরাই দেববর্মা, তপন দে, রাহুল দেবনাথ, আয়নালা হোসেন, অরুণাণ বিন। দলের কোচ রাজু ভৌমিক এবং ম্যানেজার জীবন নংঃ। মহিলা দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—লক্ষ্মী দেবনাথ, রূপা বর্মণ, অরজিতা দেবনাথ, প্রিয়াঙ্কা বর্মণ, পূজা দাস, মৌ দেবনাথ, ধুমালি ত্রিপুরা, কবিতা বর্মণ, পূজা দত্ত, লক্ষ্মী ঘোষ, কাকরী নট, দীপ্তি দাস। দলের কোচ স্বপ্না দেববর্মা এবং ম্যানেজার স্বপন দাস।



লাগছিল হামতেকে। ২০ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলের এগিয়ে যাওয়ার কারণ তিনিই। বল ধরে গোলের দিকে এগোনোর চেষ্টা

গোল খায় তারা। বী দিক থেকে বল ভেসে এসেছিল। ওগবেচের সামনে দু’-তিনজন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার থাকলেও তাঁরা পেরে উঠলেন না। কার্যত বিনা বাধায় অরিন্দমকে পরাস্ত করে সমতা ফেরান নাইজেরীয় স্টাইকার। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার কিছু আগে রফিকের একটি শট পোস্টে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধে বলবন্ত সিংহ, হাওকিপকে নামিয়ে আক্রমণের রাঁজ বাড়াতে চেয়েছিলেন লাল-হলুদ কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস। ৮২ মিনিটের মাথায় দলকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বলবন্ত। রফিক বক্সে বল ভাসিয়েছিলেন। বিপক্ষ গোলকিপার কাউটিনি বল ক্রিয়ার করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ।

মরসুমে যা লাল-হলুদের এখনও পর্যন্ত সেরা গোল। এরপরেও চাপ বজায় রেখেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এর ফাঁকেই রক্ষণের ভুলে

আইওএ-র সংবিধান বদল হলে

ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকে পদ হারাবেন সভাপতি, সচিব?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ দিল্লি উচ্চ আদালতের ধাক্কা খেয়ে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে ছিল ইন্ডিয়ান অলিম্পিক কমিটির (আইওএ) নির্বাচন। তবে দিল্লি উচ্চ আদালতের নির্দেশে নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়ে ১৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে অবশ্য বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। তবে এই সভাতেই আইওএ এবং রাজ্য অলিম্পিক সংগঠনগুলির বর্তমান সংবিধানে আমূল সংস্কার আনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সভাপতি, সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের বয়স নির্দিষ্ট করে দেওয়া। মোট ২০ বছরের বেশি কোন কর্তা আইওএ বা রাজ্য অলিম্পিকের পদে থাকতে পারবেন না। আইওএ এবং রাজ্য অলিম্পিক কমিটিতে কার্যকরী সদস্য সংখ্যাও ১৮-২০ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে। জানা গেছে, এই সমস্ত নিয়মনীতি সংস্কার করেই আইওএ—র নির্বাচন হবে। ক্রীড়া মহলের দাবি, আইওএ-র এই নতুন নিয়ম কার্যকর হলে বড় প্রভাব

ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকেও পড়বে। প্রথমতঃ বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের যিনি সভাপতি তিনি বয়সের কারণে বাদ পড়বেন। দ্বিতীয়তঃ ২০ বছর মেয়াদ নিয়মে সভাপতি এবং সচিব দুইজনই বাদ পড়বেন। এখন ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক এসব কিছু মানবে কি না। তবে আইওএ যদি তাদের সংবিধান সংশোধন করে তাহলে নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকে এর বিরাট ধাক্কা আসবে। জানা গেছে, ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যিনি সভাপতি সেই গোপাল চন্দ্র রায় বয়সের কারণেই শুধু নয়, টানা ২০ বছরের বেশি এক পদে থাকার জন্য বাদ পড়বেন। তেমনি সচিবও টানা ২০ বছরের বেশি পদে থাকার জন্য নতুন সংবিধান সংশোধনে বাদ পড়বেন। তবে ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক আইওএ-র নিয়মে চলবে কি না। এদিকে সূত্রে প্রকাশ, আইওএ-র উপর ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক নিয়ে প্রচন্ড চাপ রয়েছে। দিল্লি উচ্চ আদালতের নির্দেশে আইওএ তার সংবিধান সংশোধন করার পরই নাকি ত্রিপুরা নিয়ে আইওএ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

নেবে। মনে করা হচ্ছে, আইওএ-র সংবিধান সংশোধন করার পর তা রাজ্যগুলির জন্য নির্দেশ আসবে। আর তা যদি হয় তবে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের সভাপতি, সচিবকে সরে যেতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক নিয়ে নাকি আইওএ পরাজয় এক ক্রীড়া সংগঠক জানান, অলিম্পিক নিয়ে ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পদেরের কোন মাথাব্যথা নেই। যদিও রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থা এবং বাজ্যের ক্রীড়াবিদদের স্বার্থে অলিম্পিক নিয়ে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ক্রীড়া নীতিতে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নাম থাকলেও বাস্তবে কিন্তু গুরুত্বহীন এই ত্রিপুরা অলিম্পিক। ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ক্ষমতা ভোগ করলেও রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়ন বা রাজ্যের খেলোয়াড়দের স্বার্থে তাদের যোগদান শূন্য। শুধু শূন্য নয়, খেলোয়াড়দের ক্ষতি ছাড়া নাকি কোন কাজেই আসে না এই রাজ্য অলিম্পিক। তাই এখানে বদল বা পরিবর্তন প্রয়োজন।

নবোদয়-র কাছে পরাস্ত স্পোর্টস স্কুল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ পরাজয় দিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশন শুরু করেছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। এরপর টানা তিনটি ম্যাচে জয় পেলেও দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেই আশাবাদী ছিল না ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ স্পোর্টস স্কুলের ফুটবল মানেই যে নান্দনিক বিষয় জড়িয়ে থাকে সেটাই ছিল অনুপস্থিত। অন্যান্য দলগুলির সাথে স্পোর্টস স্কুলের কোন পার্থক্যই চোখে পড়েনি। ফলে ফের হেঁচট খাওয়ার আশঙ্কা ছিল। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সেই আশঙ্কাকেই সত্যি

করলো নবোদয় সংঘ। পরিস্কার ২-০ গোলে ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান উন্নত করলো তারা। এদিন ম্যাচটি জিতে তে পারলে মৌচাক এবং ফ্রেণ্ডস ইন্ডিয়ানের সাথে স্পোর্টস স্কুলও যেতাবি দৌড়ে দাবিদার হয়ে উঠতে পারতো। তবে নবোদয় তাদের আশায় জল ঢেলে দিলো। প্রথমার্ধে কিছুটা অগোছালো ফুটবল দেখা গেছে। তারই মধ্যে নবোদয় সংঘ কয়েকবার আক্রমণে গেছে। স্পোর্টস স্কুলের মাঝ মাঠ বা আক্রমণভাগ অত্যন্ত দুর্বল। গোটা দলের মধ্যে বোঝাড়াও প্রাভ

অভাব। ফলে নবোদয় সময়ের পক্ষে মাঝ মাঠের দখল নেওয়া কঠিন হয়নি। প্রথমার্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ছন্দ ফিরে আসে স্পোর্টস স্কুল। তবে নবোদয় সংঘও ছিল উজ্জ্বল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৬০ মিনিটে প্রশান্ত নোয়াতিয়া এগিয়ে দেয় নবোদয় সংঘ-কে। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে ব্যবধান বাড়ায় নোয়াতিয়া। পুষ্পসান্থন জমাতিয়া। ২-০ গোলে জয় পায় নবোদয় সংঘ। রেফারি সত্যজিৎ বেরয়ারি নবোদয় সংঘের দোষাত্মক নোয়াতিয়া এবং দলসাধন জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড দেখায়।

জয়ের হ্যাটট্রিক হলো না আমজাদনগরের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ টানা দুইটি ম্যাচে জয়ের পর হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল আমজাদনগর স্কুল। তবে লক্ষ্য পূরণ হলো না তাদের। প্রতিপক্ষ বিজিইএম স্কুলের কাছে হেরে যেতে হলো। শুধু হেরে যাওয়াই নয়, খড়কুটোর মতো তাদের উড়িয়ে দিলো বিজিইএম স্কুল। মিডিয়াম পেসার দীপজয় রায়-র ঝড়ো বোলিং-র কোন জবাবই দিতে পারেনি আমজাদনগরের ব্যাটসম্যানরা। টসে জিতে বিজিইএম স্কুল প্রথমে আমজাদনগরকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ১৮.৪ ওভারে মাত্র ৫৫ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। বিজিইএম স্কুলের পক্ষে দীপজয় মাত্র ৯ রানে তুলে নেয় ৪টি উইকেট। এছাড়া মানিক সরকার এবং সন্দীপন চক্রবর্তী-র দখলে যায় ২টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১২.১ ওভারে কোন উইকেট না হারিয়ে জয় তুলে নেয় বিজিইএম স্কুল। মানিক সরকার ২৩ এবং প্রতায় দাস ২০ রানে অপরাজিত থাকে।

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী কেপিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ ডিসেম্বরঃ ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে কেপিসি (এ) ৭ উইকেটে পরাস্ত করলো নবরূপ সংঘ-কে। টসে জিতে নবরূপ সংঘ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কেপিসি-র বোলারদের দুর্দান্ত বোলিং-র সৌজন্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ব্যাটসম্যানরা। ২২.১ ওভারে মাত্র ৫৪ রান করতে সক্ষম হয় নবরূপ সংঘ। সর্বোচ্চ ২৯ রান করে প্রদীপ পাল। কেপিসি-র পক্ষে কার্তিক পাল ৯ রানে ৫টি এবং অভয় চক্রবর্তী ১৬ রানে ৪টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কেপিসি মাত্র ১১.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সন্দীপ দে ১৪ রানে অপরাজিত থাকে।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স-র বৈঠক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০-তম রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বিকাল সাড়ে তিনটায় এনএসআরসিসি-র কনফারেন্স হলে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার উদ্যোগে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে সংস্থার সমস্ত কার্যকরী সদস্যদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। মূলতঃ রাজ্য আসরের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই রাজ্য দল গঠন করা হবে। যারা জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। আগামী ২১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের বালায়োগী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই জাতীয় আসর। রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার তরফে সচিব আশিস পাল এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে ৯ দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ টিসিএ-র পরিচালনায় আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট শুরু হবে। এতে মোট ৯টি দল অংশগ্রহণ করবে। ‘এ’ গ্রুপের দলগুলি হলো—আগরতলা কোচিং সেন্টার, এগিয়ে চল সংঘ, জুটমিল সিসি, খোয়াই, মোহনগর। ‘বি’ গ্রুপের দলগুলি হলো—ক্রিকেট অনুরাগী, চাম্পামুড়া, বিলোনিয়া এবং শান্তিরবাজার। প্রতিটি ম্যাচ হবে ২০ ওভারের। এমবিবি, পিটিএজি এবং নিপকো মাঠে আসরের ম্যাচগুলি হবে। আগামী ২৭ ডিসেম্বর পিটিএজি-তে সকাল নয়টায় আগরতলা কোচিং সেন্টার বনাম খোয়াই এবং দুপুর একটায় ক্রিকেট অনুরাগী বনাম বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই দিনে সকাল নয়টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

রেটিং দাবায় লড়াই করছে

ত্রিপুরার দাবাড়ুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উপস্থাপনায় রাজ্যের সর্ববৃহৎ রেটিং দাবায় লড়াই করছে রাজ্যের দাবাড়ুরা। রেকর্ড সংখ্যক (২৬৬) জন দাবাড়ু এতে অংশগ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ১৭৫ জন ত্রিপুরার বাইরে থেকে এসেছে। ২ জন আবার নেপালের। স্বভাবতই ত্রিপুরার দাবাড়ুদের সামনেও রেটিং বাড়িয়ে নেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ। বৃহস্পতিবার আসরের চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা হয়। এনএসআরসিসি-র সেন্টার হলে ত্রিপুরার রাজবীর আহমেদ, বাপু দেববর্মা, রমেশ কলই, অভিজ্ঞান ঘোষ এবং উমাংশংকর দত্ত বেশ ভালো লড়াই করলো। এদিকে, আসরে ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

সুমন-র দুর্দান্ত বোলিং-এ জয়ী নিশিকুমার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ মিডিয়াম পেসার সুমন শীল-র দুর্দান্ত বোলিং-র সৌজন্যে জয় পেলো নিশিকুমার মুড়াপাড়া কোচিং সেন্টার। শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে এদিন সুমন-র লাপটে তারা ৯ উইকেটে হারিয়ে দিলো বাইখোড়া স্কুলকে। এনসিপাড়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাইখোড়া স্কুল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৮.৫ ওভারে মাত্র ৯৮ রান করে। দলের হয়ে রাখল রিয়াং ২১ এবং প্রতীম দেবনাথ ১৯ রান করে। নিশিকুমার-র হয়ে সুমন ২৯ রানে ৬টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিশিকুমার ১৩.৩ ওভারে মাত্র ১টি উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। জয়



সিদ্ধান্ত নেয়। খুব খরাপ ব্যাটিং করেনি তারা। ৩৩.৩ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান করতে সক্ষম হয়। সর্বোচ্চ ৩৬ রান করে আমন দেবনাথ। উত্তর তৈখমা-র হয়ে সমীর ৪টি এবং

আকাশ দেববর্মা ও শিবা নোয়াতিয়া ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩২.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় উত্তর তৈখমা। চমৎকার



অর্ধশতরান করলো রমেন দেববর্মা (৫৪)। অন্যদিকে, বোলিং-র পর ব্যাট হাতেও সফল সমীর নোয়াতিয়া। ৫ উইকেটে জয় তুলে নেয় উত্তর তৈখমা। বিজিত দলের হয়ে ২টি উইকেট নেয় আরিফ মিঞা।

দীপ-র দাপটে মডার্ন-র দ্বিতীয় জয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ দীপ দে-র ঝড়ো ইনিংসের সৌজন্যে সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো মডার্ন সিএ। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ২৩ রানে হারিয়ে দিলো জিবি পিসি-কে। প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো জিবি পিসি-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫১ রান করে। সার্বিকভাবে মডার্ন-র ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থই বলতে হবে। একমাত্র উজ্জ্বল ছিল দীপ দে। একক দক্ষতায় দলের ইনিংসকে টেনে নিয়ে গেলো। মাত্র ৮৩ বলে ১৩টি বাউন্ডারি সাহায্যে ৮২ রান করে দীপ। জিবি পিসি-র হয়ে উদয়ন পাল ৪টি এবং রাজবীর খান ৩টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি পিসি ৪০ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৮ রানে থেমে যায়। মডার্ন-র বোলারদের নিখুঁত বোলিং-র সামনে সেভাবে রান তুলতে পারেনি তারা। একমাত্র উজ্জ্বল বর্দগ ৪৬ এবং ইমন পাল ৩৭ রান করে। মডার্ন-র হয়ে ২টি উইকেট তুলে নেয় পার্থিব দাস। এদিকে, নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত অপর একটি ম্যাচে তীব্র লড়াইয়ের পর কর্ণেল সিসি ৩ উইকেটে হারিয়ে দেয় জুটমিল-কে। লো-স্কোরিং ম্যাচে জয় তুলে নেয় কর্ণেল সিসি। দুই দলের বোলাররা এদিন নিপকো মাঠে রাজত্ব করলো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জুটমিল ৩২.৩ ওভারে মাত্র ৭০ রান করতে সক্ষম হয়। সর্বোচ্চ ২৮ রান করে শুভম দাস। কর্ণেল-র হয়ে সুমন দাঘব ৫ রানে ৩টি এবং অঙ্কুর রায় ভৌমিক ১২ রানে ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্ণেল সিসি-র কাছে জবাব দেয় জুটমিলের বোলাররা। শেষ পর্যন্ত মিনন দাস এবং অঙ্কুর রায় ভৌমিক-র দৃঢ়তায় ১২.৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় কর্ণেল সিসি। মিনন ২১ এবং অঙ্কুর ১৭ রানে অপরাজিত থাকে। জুটমিলের হয়ে জয়দীপ সরকার ২০ রানে তুলে নেয় ৪টি উইকেট।

রাখাল শিল্ডের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ অনেক বছর পর ‘এ’ ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছে রামনগরের ঐতিহাসালী রামকৃষ্ণ ক্লাব। তবে গুরুত্বেই বেশ কিছু বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। যার অন্যতম হলো মাঠ। শহরে অনুশীলনের মাঠের অভ্যুত অভাব। এই কারণে রামনগর-৬ নম্বর আলোক সংঘ-র মাঠে দলের অনুশীলন চলছে। তাহলে কোচিং-র দায়িত্বে এবার যাবে। একটা সময় শহরের ফুটবলে

এখনও তিনি হাতে পাননি। বৃহস্পতিবার ১০ জন ফুটবলারকে নিয়ে অনুশীলন করিয়েছেন। আশা করছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাকি ফুটবলাররা চলে আসবে। জানা গেছে, কয়েকজন ভিনরাাজ্যের ফুটবলার এবার রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে মাঠে নামছে। চেন্নাই এবং দিল্লির কয়েকজন ফুটবলারের সাথে কথাবার্তা চলছে। সব ঠিক থাকলে হয়তো রাখাল শিল্ডেই তাদের মাঠে নামতে দেখা যাবে। একটা সময় শহরের ফুটবলে

অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। বিভিন্ন কারণে সেই রমরমা মাঝে কমে গিয়েছিল। বর্তমানে অমিত দেব-র মতো মধ্য বাকি ফুটবলাররা চলে আসবে। জানা গেছে, কয়েকজন ভিনরাাজ্যের ফুটবলার এবার রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে মাঠে নামছে। চেন্নাই এবং দিল্লির কয়েকজন ফুটবলারের সাথে কথাবার্তা চলছে। সব ঠিক থাকলে হয়তো রাখাল শিল্ডেই তাদের মাঠে নামতে দেখা যাবে। একটা সময় শহরের ফুটবলে

ক্রিকেট মাঠের তীব্র সংকট

রঞ্জি ট্রফি ও নাইডু ট্রফির প্রস্তুতি নিয়ে সমস্যা তৈরি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বরঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ২৭ মাসে শুধু যে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট শুরু নয়, এই সময়ে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র মহকুমা ক্রিকেটেও লালবাতি জ্বালানো হয়েছে। তবে তার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা হলো, বর্তমান সময়ে টিসিএ-র হাতে আগরতলায় ক্রিকেট মাঠ কমতে কমতে সাবু-লো চারটি মাঠই রয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়াম, নরসিংগড় পুলিশ অ্যাকাডেমি, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠ এবং নিপকো মাঠ। জানা যাে, রানিরবাজার বিদ্যামন্দির স্কুল মাঠ টিসিএ-র হাতছাড়া হয়ে গেছে। যদিও তিন প্রশাসকের সময়েও এই মাঠে খেলা হয়েছে। এছাড়া নরসিংগড় বিহার আন্দেবকর মাঠও

নাকি টিসিএ-র হাতের বাইরে চলে গেছে। আগরতলায় টিসিএ-র হাতে মাঠ বলতে এখন ওই চারটি। এর মধ্যে নিপকো এবং পঞ্চায়েত মাঠে জুনিয়র ক্রিকেট সম্ভব। বড় ম্যাচ এমবিবি এবং নরসিংগড় পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠে। তবে আগামী ৯-২১ জানুয়ারি যদি আগরতলায় বিসিসিআই-র অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির পূর্বোত্তর জোনের ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুতি নেবে? একই ভাবে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দলের প্রস্তুতি কোথায় হবে? শোনা যাচ্ছে, রঞ্জি ট্রফির রাজ্য দল কোন মাঠে প্রস্তুতি নেবে? একই ভাবে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দলের প্রস্তুতি কোথায় হবে? শোনা যাচ্ছে, রঞ্জি ট্রফির দল মেলাঘর নাকি প্রস্তাব যে, রঞ্জি ট্রফির দলকে ভিনরাাজ্যে প্রস্তুতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া। অনূর্ধ্ব ২৫ দলকে মেলাঘরে পাঠানো। তবে বিসিসিআই যদি শেষ সময়ে অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি বাতিল করে তাহলে অবশ্য মাঠ সমস্যা থাকবে না। তবে প্রশ্ন উঠছে, ২৭ মাসে

নাইডু ট্রফি এবং রঞ্জি ট্রফি দলের প্রস্তুতি কোন মাঠে হবে তা নিয়ে বড় প্রশ্ন। জানা গেছে, চলতি মাসের শেষভাগে রঞ্জি ট্রফির জন্য রাজ্য দল ঘোষণা করা হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রঞ্জি ট্রফির রাজ্য দল কোন মাঠে প্রস্তুতি নেবে? একই ভাবে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দলের প্রস্তুতি কোথায় হবে? শোনা যাচ্ছে, রঞ্জি ট্রফির দল মেলাঘর নাকি প্রস্তাব যে, রঞ্জি ট্রফির দলকে ভিনরাাজ্যে প্রস্তুতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া। অনূর্ধ্ব ২৫ দলকে মেলাঘরে পাঠানো। তবে বিসিসিআই যদি শেষ সময়ে অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি বাতিল করে তাহলে অবশ্য মাঠ সমস্যা থাকবে না। তবে প্রশ্ন উঠছে, ২৭ মাসে

তাহলে ক্রিকেটের কি উন্নয়ন করলো টিসিএ-র বর্তমান কমিটি? খোদ আগরতলায় ক্রিকেট মাঠ কমছে। বছরের পর বছর বন্ধ ক্লাব ক্রিকেট। বন্ধ সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট। মাঠের অভাবে রাজ্য দলগুলির প্রস্তুতি কোথায় হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সমস্যা। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি জাতীয় ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুতি ক্যাম্পে নামে কোটি কোটি টাকা খরচ ছাড়া বাস্তবে কোন কিছুই করেনি। অবশ্য পূর্বোত্তরের নবাগত দলগুলির বিরুদ্ধে জমা প্রস্তুতি ব্যাপারে নামে কোটি কোটি টাকা খরচ ছাড়া বাস্তবে কোন কিছুই করেনি। চিন্তা কতটা তা তো সামনেই। আসলে ক্রিকেট নয়, টিসিএ-র তহবিল ফাঁকা করার খেলা চলছে।

📞 9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

সচিবালয়ে পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নগর পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও নাগরিকদের সু-পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানজনক কার্যকারিতা আবশ্যিক। ২৫ বছরের উর্ধ্ব সমস্ত মহিলাদের রাজগারের নিশ্চয়তা প্রদানের সহকল্প পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে নির্বাচিত নগর সংস্থাগুলির।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের দুই নম্বর কনফারেন্স হলে ধর্মনগর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম দুটি বছর জনকল্যাণে কার্য সম্পাদনে নিজের সর্বোচ্চ অবদান রাখার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রথম দুটি বছর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করলে একটা সুন্দর ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যাবে। বিকাশের গতিতে আরও ত্বরান্বিত করতে নগর সংস্থাগুলির ও জনকল্যাণে ইতিবাচক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ণ আবশ্যিক। মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে আসার আগে, এর সমাধান সূত্র তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ভরসা ও আস্থা অর্জন সম্ভব। তিনি বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নির্মাণের লক্ষ্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বিগত দিনে সরকারি

জানতেন বিগত দিনের চাকুরি প্রার্থীর নির্বাচন কার্যক্রমে। কিন্তু রাজ্যের জনগণ দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে যে সকল নিয়োগ হচ্ছে সবগুলোই হচ্ছে মেধা ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে। তাই এখন, ক্ষোভে আগুন দেওয়ার নজির নেই। এর থেকে সহজে অনুমেয় রাজ্য সরকারের স্বচ্ছতা ও কার্যপ্রণালীর প্রতি আস্থা রয়েছে রাজ্যবাসীর। বিগত দিনের মতো মানুষকে মিটিং-মিছিলে বাস্তব রেখে সময় অপচয় করার বদলে, উপার্জনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার এর ক্ষেত্র। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনসাধারণের সমস্যার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ, বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি জরুরীতর সঙ্গে তার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবীণ বা অন্যান্যদের পরামর্শ গ্রহণ এবং কার্যক্ষেত্রে তা যথাসম্ভব ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

সুপার স্পেশালিটি ডাক্তার এখন আগরতলায়

স্বনামধন্য এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডা. পঙ্কজ পাটারি

MD (MEDICINE) DM (ENDOCRINOLOGY) ২৪,২৫ ডিসেম্বর, ২০২১ (শুক্রবার ও শনিবার) দুইদিন রোগী দেখবেন। যে সকল রোগী ডায়াবেটিস (সুগার), থাইরয়েড, ওজন বৃদ্ধি, মাসিকের সমস্যা (পিরিয়ড), যেকোনো ধরনের হরমোনের সমস্যা এবং সেক্স সংক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ দেবেন।

যোগাযোগের স্থান :- ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ (টিএমসি হাসপিটাল) সংলগ্ন, হাঁপানিয়া, আগরতলা।

ফোন : 7005368055 / 9366998328

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপরেই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

জাপানিজ, কোরিয়ান ভাষায় পাঠ্যক্রম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে জাপানিজ, কোরিয়ান, নেপালি এবং মণিপুরী ভাষা। এই চারটি ভাষায় ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করতে চলেছে সূর্যমণিগরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। এখন শুধুমাত্র ককবরকে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি কোর্স চালু রয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যে এই প্রথম জাপানিজ, কোরিয়ান ভাষা নিয়ে পড়াশোনা চালু হচ্ছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম রেজিস্ট্রার এমএম রিয়াং সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আবেদন করা হয়েছে। অনুমতি পেলেই সামনের বছর থেকেই বিদেশি এই ভাষাগুলি নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে ডজন বাংলাদেশি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এনিয়ো ভারতে বাংলাদেশ হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরান উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। এরপর গদবীধা পাঠ্যক্রম বাদ দিয়ে হিউম্যান রাইটস-সহ কিছু কোর্সে ডিপ্লোমা চালু হয়। এগুলি অবশ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। মূল কারণ হচ্ছে এসব কোর্স করে রাজ্যের যুবক-যুবতারা কর্মক্ষেত্রে তেমন সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এই দফায় জাপানিজ এবং কোরিয়ান ভাষায় পড়াশোনা চালু করিয়ে কলকাতা সাফল্য আসে তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন রয়েছে। তবে বিদেশি ভাষায় পড়াশোনা শুরু হলে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। দেশের খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়েই জাপানিজ এবং কোরিয়ান ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করানো হয় বলে জানা গেছে।

রাজ্যের গৃহবধূকে পাচারে থ্রেফতার মুম্বাইয়ের যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। মোবাইলে গান গাইতে গাইতে পরিচয়। মুম্বাইয়ে সিনেমায় গান গাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক গৃহবধূকে পাচারের চেষ্টা। দুই মাস ধরেই গৃহবধূকে ফুঁসলিয়ে মুম্বাই নিয়ে আটকে রাখার ঘটনায় শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের নির্দেশে সাফল্য দেখানো ক্রাইম ব্রাঞ্চ। মুম্বাই থেকে পাচারে অভিযুক্ত এক যুবককে থ্রেফতার করে আগরতলায় আনা হয়েছে। শুক্রবার এই যুবককে লংতরাইভালি মহকুমা আদালতে হাজির করা হবে। তার নাম সাহাবুদ্দিন মালিক ওরফে চুনচুন। তাকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইবে পুলিশ। ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর রানা চ্যাটার্জী এবং জয়ন্ত দেবর যৌথ উদ্যোগে মুম্বাই থেকে তোলে আনা হয়েছে সাহাবুদ্দিনকে। উদ্ধার করা হয়েছে প্রতারণার শিকার গৃহবধূকেও। তাকে মুম্বাইয়ের একটি শেল্টার হোমে রাখা হয়েছে। সেখানেই গান



মোবাইলে প্রচলিত স্টার মেকার আপসে গান গেয়ে পোস্ট করে বহু লোক। দেশেও এই আপসটি যথেষ্ট পরিচিত। এই আপসেই গান

গেয়ে পোস্ট করে ধলাই জেলার ছৈলিংটার এক গৃহবধূ। বধুর স্বামী এবং সন্তানও রয়েছে। স্টারমেকারে গান গাইতে গাইতে ওই বধুর পরিচয় হয় সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে। এই সুট্রেই দু'জনের ভালোবাসাও হয়ে যায়। সাহাবুদ্দিন ওই গৃহবধূকে মুম্বাইয়ের সিনেমায় গান গাইতে সুযোগ করে দেবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়। সিনেমার জগতে সাহাবুদ্দিনের হাত রয়েছে বলে তাকে জানায়। প্রলোভনে পড়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ৪০ হাজার টাকা নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওই গৃহবধূটি। কুমারঘাট থেকে একটি বাসে ওয়াহাটি যায়। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত সাহাবুদ্দিন। ওয়াহাটি গিয়ে গৃহবধূটির নাম পরিবর্তন করে নেয়। এমনকী ধর্মও পরিবর্তন করে। সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে চলে যায় মুম্বাই। শ্বশুরবাড়ির এবং বাবার বাড়ির কেউই কিছু খবর পাননি। তারা ছেলেংটা থানায় নিখোঁজের ডায়েরিও করে। কিন্তু অক্টোবরের ১৯ তারিখের পর

থেকে ওই গৃহবধূর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে গৃহবধূর পরিবার থেকে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি হেব্রিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় উচ্চ আদালত পুলিশকে নির্দেশ দেয় নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধার করতে। এরপরই মামলার তদন্ত যায় রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। এই মাসের ৬ ডিসেম্বর ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি অজয় দাসের তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত করতে শুরু করেন রানা চ্যাটার্জী এবং জয়ন্ত দে। মোবাইল সহ অন্য সূত্র ধরে তারা খবর পান গৃহবধূটি মুম্বাইয়ের জুহু, আন্ধেরী এবং গোরেগাঁও এলাকায় অবস্থান করছে। যথারীতি মুম্বাইয়ের সিবিআই থেকে আসা রানা চ্যাটার্জী তার আগের সোর্স কাজে লাগান। ১৩ ডিসেম্বর রানা এবং জয়ন্ত দুইটি যান মুম্বাই। সেখানে ১০দিন অবস্থান করেন। মুম্বাই পুলিশের ইন্সপেক্টর হিতেন্দ্র বিচারের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত খবর পেয়ে যান মিরান্ডার এলাকায় জুহু ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

বাড়ি বিক্রয়

আগরতলা সদর ৮ নং ওয়ার্ডে নয়ানিয়ামুড়া অন্তর্গত একটি একতলায় ভবন সহ ৩ গভা যোগগাসহ বাড়ি বিক্রি করা হবে। ক্রয় দাতাগণ অতি তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ : 8974729240 অথবা 9862861023

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : Office Lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

POLO TOWERS AGARTALA

1st Time in Tripura INTERNATIONAL DJ FROM RUSSIA

Signature PACKAGED DRINKING WATER

X'MAS Party

Celebrate with DJ MARYANA

25th DEC 2021 / 7 PM ONWARDS

Welcome beverages for all First 1 hr beverages for ladies on the house | Upto 50% off Table reservation available on pre-booking Surprised Gifts for lucky guest & much more

Couple : ₹2,000/- Stag : ₹2,500/- Free entry for ladies

Co-powered by: PROGRESSIVE TATA MOTORS

Artist: Live Performance of ABEN DJ SE9 DJ Tanmay DJ Rimo DJ Kaushik

Event organized by: UNIK AD N EVENTS DREAM LAND EVENTS

Guest: DJ Maryana

For details & passes: 8258008666 8668619831

Maintaining all the safety norms of COVID19 as per Govt. of India

Supported by: LUSION MINI SHOP Kreationz KSHITA MOTORS

বাড়ি বিক্রয়

চৌমুহনী বাজার হাতীলেটা স্কুলের পাশে একটি বসত বাড়ি বিক্রি করা হবে। ক্রেতার যোগাযোগ করবেন। রাস্তা দশ ফুট।

— যোগাযোগ : —
Mob - 9862213768
7005400159

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,১৫০
ভরি : ৫৬,১৭৫

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিন মুফি

প্রণয় বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাবাদ, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

জাতীয় ভোক্তা দিবসে

রাজ্যের সকল ভোক্তাদের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের আবেদন -

- যে কোন কেনাকাটায় রসিদ নিন। রসিদে জিনিসের নাম / পরিষেবার বিবরণ ও তারিখ থাকা দরকার। গ্যারান্টি / ওয়ার্যান্টি থাকলে সেটাও বুঝে নিন।
- রেশন সামগ্রী নেওয়ার সময় e-POS মেশিনে মুদ্রিত রসিদ চেয়ে নিন এবং রসিদে উল্লেখিত দ্রব্যাদি আপনি পেয়েছেন কিনা তা যাচাই করে নিন।
- ভূয়ো এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না।
- মেয়াদকাল উত্তীর্ণ কোন জিনিস কিনবেন না।
- অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনার টেলিফোনে আসা অর্থপ্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো বার্তা বা লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।
- আপনার এ.টি.এম কার্ডের নম্বর, মেয়াদের তারিখ ও সি.ভি.ভি নম্বর কাউকে জানাবেন না। ক্রেতা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করলে উপযুক্ত ভোক্তা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার আদায় করে নিন।

যেকোনো তথ্য বা পরামর্শের জন্য ডায়াল করুন : রাজ্য কনজিউমার হেল্প লাইন (নিঃশুল্ক) - ১৮০০ ৩৪৫ ৩৬৫৫

পিডিএস কল লাইন (নিঃশুল্ক) ১৯৬৭/১৪৪৪৫

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত।